বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

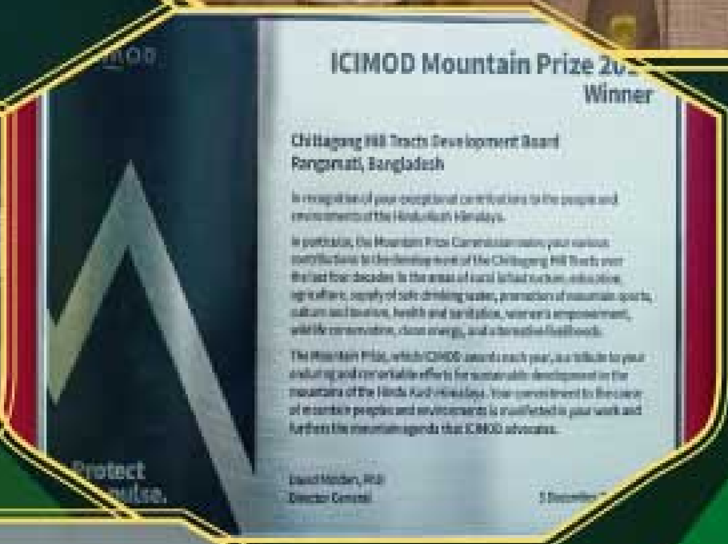

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

প্রকাশনায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২০

উপদেষ্টা পর্ষদ

চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
উপ-সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
মন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্নগঠনের সাথে পাহাড় সমতল সকল প্রান্তে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌছে দিতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, শ্রেণী ও পেশার মানুষকে নিয়ে এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অকান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো মধ্যস্থতা ছাড়া ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলা দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটে। পার্বত্য অঞ্চলে আবার শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। উন্নয়নে মূল স্রোতধারায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তিচুক্তি) অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওয়ামীলীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বছর করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও গৃহীত উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রাণহানী তুলনামূলকভাবে কম। করোনাভাইরাস জনিত এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পার্বত্য অঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলার মানুষের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী পৌছে দেওয়া হয়েছে। সরকারের নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানের তুলনায় তিন পার্বত্য জেলায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অনেক কম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন তথা কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নসহ জনহিতৈষী কাজে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ কোডের আওতায় ৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি স্কিম সমাপ্ত করেছে যার ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং উন্নয়ন সহায়তা কোড নং- ২২১০০০৯০০ কোডের আওতায় ১১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার অগ্রগতি ৯৮.৮৫%। এছাড়াও বোর্ডের উদ্যোগে বাস্তবায়িত গাভী পালন প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, উন্নতজাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, মসলা চাষ প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, রাবার প্রকল্প এবং পল্লী উন্নয়ন ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনকল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমি বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে যথাসময়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে উন্নয়ন বোর্ডের বাৎসরিক কর্মকান্ড সম্পর্কে উৎসুক পাঠক অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি)

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত তিন পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। একটি দেশের উন্নয়ন কখনো অপর একটি অংশকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তার গভীরতায় বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় তিনবার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন। প্রথমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, দ্বিতীয়বার ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে এবং তৃতীয়বার বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে ১৪ জুন ১৯৭৫ সালে। এ এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর 'অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার' অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রথম সফরকালে পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তৎকালীন ভূমিপ্রশাসন ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত রাঙ্গামাটির সার্কিট হাউসে ৯ আগস্ট ১৯৭৩ সনে এক সুধী সমাবেশে জাতির পিতার পক্ষে এ এলাকার জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত চার দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের জন্য গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, বৃত্তিপ্রদান, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম নির্মাণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, নারী ক্ষমতায়ন ও জীবিকার্জনে লক্ষ্যে গাভীপালন প্রকল্প, উন্নতজাতের বাঁশ চাষ প্রকল্প, মিশ্রফল চাষ প্রকল্প, মসলা চাষ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ শিশুশিক্ষা ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, বেকার তরুণ-তরুণীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি প্রকল্প, প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল বিতরণ প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯ সালে **'ICIMOD Mountain Prize'** লাভ করেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার, এই পুরস্কারটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাজের গতিকে আরো বেগবান করবে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য এই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করলো।

করোনার সময়ে তিন পার্বত্য জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী, জনসচেতনতামূলক বার্তা, মহিলাদের আয়রণ বড়ি, শিশুদের জন্য পুষ্টিকর বিস্কুট পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে ৪৩০০ পাড়া কেন্দ্রের পাড়াকর্মীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তিন পার্বত্য জেলা হাসপাতাল এবং রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ হাসপাতালের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ এবং ৬,০০০ পরিবারকে সবজি বীজ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ কোডের আওতায় ৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি স্কিম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ কোডের আওতায় ১১৪ কোটি টাকা ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০% এবং ৯৮.৮৫%। এছাড়াও বেশকিছু স্কিম/প্রকল্প চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাৎসরিক কর্মকান্ডের বিবরণী এ বার্ষিক প্রতিবেদন। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন থেকে বোর্ডের বাৎসরিক কাজের একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা)

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশে এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ অঞ্চলকে ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা- ২০২১ সালের মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ-এ পরিণত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউনিসেফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিনের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরবর্তী সময়ে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এ মন্ত্রণালয়টি একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়, এটি তিন পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) নিয়ে কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে, এ পর্যন্ত চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিগত চার দশকের অধিক সময় ধরে তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষা, কৃষি, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, নারী ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, সোলার প্যানেল বিতরণ প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, মসলা প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, কমলা চাষ প্রকল্প, বাবার প্রকল্প, গ্রামীণ সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের কল্যাণে অবদান রেখে চলেছে। এর স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯ সালে 'ICIMOD Annual Mountain Prize-2019' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এ অর্জন আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয়। এ পুরস্কারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাৎসরিক কর্মকান্ডের সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি, এ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ অনেক তথ্য জানতে পারবেন। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ মেসবাহুল ইসলাম)

মোঃ নুরুল আলম নিজামী
(অতিঃ সচিব)
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক দশমাংশ আয়তন জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, পাংখোয়া, লুসাই, বম, চাকও খুমী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা শুরু হয়। ৯ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফরকালে রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে এক সুধী সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি তিন পার্বত্য জেলায় জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ১৯৭৬ সালের ৭৭নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসলেও এর কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গাভীপালন প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, মসলা চাষ প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, কমলা চাষ প্রকল্প, সোলার প্যানেল বিতরণ প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইসিটি প্রকল্প, রাবার প্রকল্পসহ পল্লী উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প প্রভৃতি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০১১০০ এর আওতায় ৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি স্কিম বাস্তবায়ন করেছে যার অগ্রগতি ১০০% এবং উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ কোডের আওতায় ১১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার অগ্রগতি ৯৮.৮৫%। এছাড়াও বেশ কিছু স্কিম/প্রকল্প চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছরের একটা নিয়মিত প্রকাশনা। এ প্রতিবেদন থেকে উৎসুক পাঠক, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংবাদকর্মী, উন্নয়নকর্মী সকলেই ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বোর্ডের বার্ষিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ নুরুল আলম নিজামী)

আশীষ কুমার বড়ুয়া
(যুগ্ম-সচিব)
সদস্য-প্রশাসন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

অপরূপ প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত বাংলাদেশের অন্যতম অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম। দেশের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় এ অঞ্চলের উন্নয়ন বিষয়েও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উন্নয়ন ভাবনায় ছিল, তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে বাস্তবরূপ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরচিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। বোর্ড দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য লাগসই অনেক প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারীর ক্ষমতায়নের জন্য উন্নতজাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভীপালন প্রকল্প এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, তুলা চাষ বৃদ্ধি প্রকল্প, আইসিটি প্রকল্প, সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পসহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এর মূল্যবান দিক-নির্দেশনা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব" গত ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পাঁচদিনব্যাপী তিন পার্বত্য জেলায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ উৎসবে দেশি-বিদেশি ১০০ জন অ্যাডভেঞ্চারার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। এ উৎসবটি জাতীয় পর্যায়ের হলেও বহু বিদেশী অংশগ্রহণকারীও অতিথি যোগদান করায় আন্তর্জাতিকতার আবহে ইহা একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলও বাদ যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড করোনাকালিন তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের গতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সীমিত পরিসরে ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের পাড়াকর্মীবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলায় স্ব স্ব কর্ম এলাকায় জনগণকে করোনা সংক্রমন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ বিতরণসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ২৪টি জীবাণুনাশক স্প্রে মেশিন, তিন পার্বত্য জেলার প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালের জন্য ১৫টি করে ৪৫টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং রাঙ্গামাটি পুলিশ হাসপাতালের জন্য ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ সর্বমোট ৪৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার ৬০০০ পরিবারের মাঝে সবজি বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯-২০ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলায় কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় ৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি স্কিম সমাপ্ত করেছে যার অগ্রগতি ১০০% এবং কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় ১১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৮টি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প সমাপ্ত করেছে যার অগ্রগতি ৯৮.৮৫%।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ করতে যাচ্ছে, যা এ বোর্ডের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রামাণ্য দলিল। তথ্যবহুল এ প্রতিবেদন থেকে সুধী পাঠকবৃন্দ ও গবেষকবৃন্দ বহুলাংশে উপকৃত হবেন- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান এর দিক-নির্দেশনা ও সুপরামর্শের জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এ প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করণের লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য নবনিযুক্ত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও এ প্রতিবেদনে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশের লক্ষ্যে বোর্ডের সকল প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও আলোকচিত্র দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আশীষ কুমার বড়ুয়া)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ	৩
• পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি	৬
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল	৯
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ	১০
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম	১৪
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্প পরিদর্শন ও উদ্বোধন	৪০
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিম/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫২
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৫২
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৬৫
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৭৫
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৮৭
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৯১
• ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বিবরণ (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৯৪
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অগ্রগতি বিবরণ	৯৮
• পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	৯৮
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	১০০
• পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প	১০১
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ (১ম সংশোধিত)	১০৮
• পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প	১০৯
• বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-১ম সংশোধিত	১১১
• বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	১১২
• বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প	১১৩
• বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প-১ম সংশোধিত	১১৪
• রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ	১১৫
• খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ	১১৬
• তিন পার্বত্য জেলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ এর আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহ	১১৭
• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকান্ডের স্থির চিত্র	১২১

ভূমিকা

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এর সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে এ তিন পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের অপরাপর এলাকা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হওয়ায় নদী বিধৌত পলল ভূমি অপেক্ষা উঁচু-নিচু পাহাড়ি ভূমিই বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ এখনো কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ের সবত্রই বর্তমানে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরও অন্যান্য জেলাগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলের আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, কমলা, জাম্বুরা লেবু, মিষ্টি কুমড়া, কাজু বাদাম, আদা, হলুদ ইত্যাদি সরবরাহ ও বিক্রয় হচ্ছে। করোনা সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস দেশে অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী পাশাপাশি ১১টি নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করছে এ অঞ্চলে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও সুস্পষ্ট ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়, তাঁদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা এ অঞ্চলকে নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভিন্নমাত্রায় পরিপূর্ণতা দিয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছে বৈচিত্র্য ও বৈভবের নতুন মাত্রা।

তিন পার্বত্য জেলায় আছে তিনটি সার্কেল, ২৬টি উপজেলা, ০৭টি পৌরসভা, ১২২টি ইউনিয়ন, ৩৭৫টি মৌজা, ৪৮১১টি পাড়া বা গ্রাম। তিন পার্বত্য জেলায় সাধারণ প্রশাসনে পাশাপাশি প্রথাগত নিয়মে বংশ পরম্পরায় নেতৃত্বে ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বিচার-আচার, খাজনা আদায়, সাধারণ প্রশাসনকে সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা, চাষাবাদযোগ্য জমির অপ্রতুলতা, বিশুদ্ধ খাবার পানি অভাব, পাহাড় ধ্বস, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, ভৌত অবকাঠামো অপ্রতুলতা, মানুষের নিম্ন আয়, স্বল্প শিক্ষার হার, অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলায় আঞ্চলিক উন্নয়ন ধারণার আলোকে যাতায়াত, শিক্ষা, কৃষি, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রধান কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পেছনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়ন ও তাদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তৎকালীন ভূমিসংস্কার, বন মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে এক সুধী সমাবেশে একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি আরো জানান যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশ থেকে ফেরার পর বোর্ডের রূপরেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হবে। তারই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে নোটিফিকেশন মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ৭৭নং অধ্যাদেশমূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই, গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ প্রণয়ন করা হয় যা একটি সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম (Developed and Prosperous Chattogram Hill Tracts)।

মিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন উন্নয়ন
- শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ
- কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান
- আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ
- সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন
- টেকসই সামাজিক সেবা প্রদানে মাধ্যমে মা ও শিশু কল্যাণ
- দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

বোর্ডের কার্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে:-

১. পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

২. পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;

৩. অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

৪. বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;

৫. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তবে বর্তমানে কর্মরত ভাইস-চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় একজন কর্মকর্তা। আর চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের (সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-বাস্তবায়ন) মধ্যে বর্তমানে কর্মরত সদস্য-প্রশাসন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। অবশিষ্ট সদস্যগণ উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেখানো হলো:-

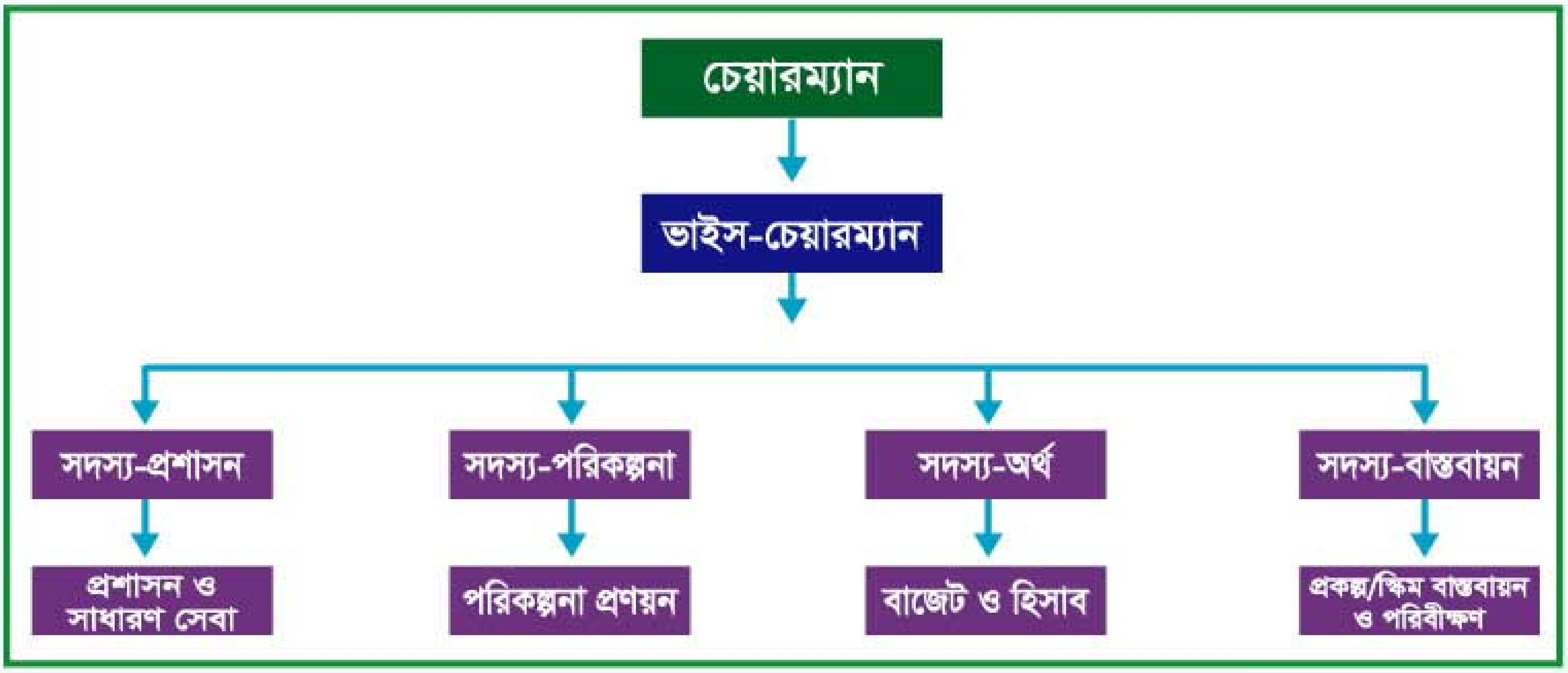

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- চেয়ারম্যান;
- ভাইস-চেয়ারম্যান;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক);
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক);
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি;
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি;
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে)।

পরিচালনা কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটি হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৬ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আইন-২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা কমিটি সভার আয়োজনে বাধ্যবাধকতা আছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা সভার স্থির চিত্র।

পরামর্শক কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা মতে গঠিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান (সার্কেল চীফের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত)
- তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে)

২০১৯-২০ অর্থ বছরের ২৭ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এর সাথে বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দ।
সাথে আছেন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম এবং সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ।

পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় প্রকল্প/স্কিম প্রস্তুত এবং এ সকল প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়নে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন পরামর্শ কমিটি সদস্যবৃন্দ। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শক কমিটি সদস্যবৃন্দের পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়
সার্কেল চীফ
চাকমা সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

বোমাংগ্রী উচপ্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
বোমাং সার্কেল, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

সাচিং প্রু চৌধুরী
সার্কেল চীফ
মং সার্কেল, খাগছাড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান মহসীন
চেয়ারম্যান
সদর উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

জনাব মোস্তফা জামাল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, লামা

জনাব মোঃ শানে আলম
চেয়ারম্যান
সদর উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

জনাব ক্যজ্যই মার্মা
চেয়ারম্যান
কমলপতি ইউনিয়ন পরিষদ, কাউখালী

জনাব ক্যঅংপ্রু মার্মা
চেয়ারম্যান
রাজবিলা ইউনিয়ন পরিষদ, বান্দরবান সদর

জনাব মেমং মারমা
চেয়ারম্যান
১নং গুইমারা ইউনিয়ন পরিষদ, গুইমারা

জনাব হিটলার দেওয়ান
হেডম্যান
১০৫ জীবতলী মৌজা, রাঙ্গামাটি সদর

সুইহ্লাপ্রু চৌধুরী
হেডম্যান
২৪২নং পুজগাং মৌজা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

জনাব হ্লাথোয়াই.ত্রী মার্মা
হেডম্যান
৩১৬ নং বেতছড়া মৌজা, রোয়াংছেড়ি

জনাব প্রিয়নন্দ চাকমা
সরোয়াতলী ইউনিয়ন
বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

জনাব অমল কান্তি দাশ
রাণী ভবন, নিউগুলশান, ৬নং ওয়ার্ড
বান্দরবান সদর, বান্দরবান

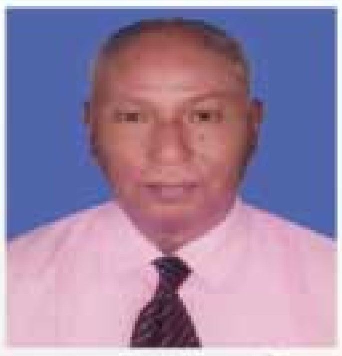

জনাব সুরেশ মোহন ত্রিপুরা
অর্পনা চৌধুরী পাড়া
মহিলা কলেজ রোড, খাগড়াছড়ি সদর

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়গণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১।	**জনাব আবদুল আওয়াল** বিভাগীয় কমিশনার	১১/০১/১৯৭৬ - ১৬/০১/১৯৭৮
২।	**জনাব সাইফউদ্দিন আহমেদ** বিভাগীয় কমিশনার	১৭/০১/১৯৭৮ - ২২/০১/১৯৮২
৩।	**জনাব হাসনাত আবদুল হাই** বিভাগীয় কমিশনার	২০/০১/১৯৮২ - ০২/১২/১৯৮৩
৪।	**মে. জে. আবদুল মন্নাফ** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৩/১২/১৯৮৩ - ১৪/০৫/১৯৮৪
৫।	**মে. জে মোঃ নুরুদ্দিন খান** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	১৫/০৫/১৯৮৪ - ২৯/০৬/১৯৮৬
৬।	**মে. জে. আবদুস সামাদ** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	৩০/০৬/১৯৮৬ - ২৮/০৭/১৯৮৭
৭।	**মে. জে. আবদুস সালাম** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০১/০৩/১৯৮৭ - ১৭/০৯/১৯৯০
৮।	**মে. জে. মাহামুদুল হাসান** পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	১৮/০৯/১৯৯০ - ০৫/০৬/১৯৯২
৯।	**মে. জে. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান** বিইউ, এনডিসি পিএসসি জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৬/০৬/১৯৯২ - ২৫/০৮/১৯৯৬
১০।	**মে. জে. মোহাম্মদ আবদুল মতিন** বীর প্রতীক, পিএসসি, জিওসি ২৪ পদাতিক ডিভিশন	২৬/০৮/১৯৯৬ - ০৫/০২/১৯৯৮
১১।	**মে. জে. আবু কায়সার ফজলুল কবির** জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন	০৬/০২/১৯৯৮ - ২০/০৯/১৯৯৮
১২।	**জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,** এমপি	০৭/১০/১৯৯৮ - ২২/০৮/২০০১
১৩।	**জনাব তারাচরন চাকমা (ভারপ্রাপ্ত)** যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব	২৩/০৮/২০০১ - ১২/০২/২০০২
১৪।	**জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়া,** এমপি	১৩/০২/২০০২ - ২২/১১/২০০৬
১৫।	**জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ কিবরিয়া** (ভারপ্রাপ্ত) অতিরিক্ত সচিব	২৩/১১/২০০৬ - ১২/০৪/২০০৭
১৬।	**মে. জে. মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন** এনডিসি, পিএসসি	২২/১০/২০০৭ - ০৪/০৬/২০০৮
১৭।	**মে. জে. মোহাম্মদ শামীম চৌধুরী** এডব্লিউসি, পিএসসি	১০/০৬/২০০৮ - ২১/০৩/২০০৯
১৮।	**জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,** এমপি (প্রতিমন্ত্রী)	২৯/০৩/২০০৯ - ০১/১২/২০১৩
১৯।	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা** সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯/১২/২০১৩ - ২৮/০২/২০১৮
২০।	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা**	১৯/০৩/২০১৮ -

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়গণের তালিকা

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব আলী হায়দর খান (জেলা প্রাশসক পাঃ চঃ)	০১-০১-৭৬ হতে ০২-১২-৮৩
২.	জনাব হাসনাত আবদুল হাই (কমিশনার চট্টগ্রাম)	০৩-১২-৮৩ হতে ০১-০২-৮৪
৩.	জনাব আলী হায়দর খান (অতিরিক্ত কমিশনার চট্টগ্রাম)	০২-০২-৮৪ হতে ২৮-০৫-৮৫
৪.	জনাব আবদুল মালেক (অতিরিক্ত কমিশনার)	৩০-০৫-৮৫ হতে ০৯-০৮-৮৯
৫.	জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী (ভারপ্রাপ্ত)	১২-০৯-৮৯ হতে ২৪-১১-৯২
৬.	জনাব শেখ মহববত উল্লাহ (উপসচিব)	২৫-১১-৯২ হতে ১০-০৩-৯৫
৭.	জনাব বাহার উদ্দিন আহ্‌ম্মদ (উপসচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব)	২৫-০৩-৯৫ হতে ৩১-১২-৯৬
৮.	জনাব আবদুল কুদ্দুস (যুগ্ম-সচিব)	২৩-০২-৯৭ হতে ২৪-০৬-৯৮
৯.	তারাচরন চাকমা (যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব)	২৫-০৬-৯৮ হতে ২১-১১-০২
১০.	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন (উপসচিব, ভারপ্রাপ্ত)	২১-১১-০২ হতে ১৪-০২-০৪
১১.	জনাব মোঃ ফিরাজ কিবরিয়া (যুগ্ম-সচিব)	১১-১০-০৪ হতে ০৩-১২-০৬
১২.	জনাব মোঃ ফিরোজ কিবরিয়া (অতিরিক্ত সচিব)	০৪-১২-০৬ হতে ১২-০৪-০৭
১৩.	জনাব এন এন আশরাফুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব)	১০-০৫-০৭ হতে ০৯-০৮-০৯
১৪.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান (উপসচিব) (ভারপ্রাপ্ত)	১০-০৮-০৯ হতে ০৬-০৯-০৯
১৫.	জনাব এডিএম আবদুল বাসেত (যুগ্ম-সচিব)	০৭-০৯-০৯ হতে ০১-১০-১২
১৬.	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্ম-সচিব)	০১-১০-১২ হতে ২৭-১১-১৬ (যোগদান-৩০-০৭-১২)
১৭.	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিঃ সচিব)	২৭-১১-১৬ হতে ০২-০১-১৭
১৮.	জনাব মোঃ মনজুরুল আলম (যুগ্ম-সচিব) (ভারপ্রাপ্ত)	০২-০১-১৭ হতে ০৭-০২-১৭
১৯.	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (অতিঃ সচিব)	০৮-০২-১৭ হতে ১৫-০১-১৯ (যোগদান-১৬-০১-১৭)
২০.	জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব) (ভারপ্রাপ্ত)	১৫-০১-১৯ হতে ০৩-০২-২০
২১.	জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব) (ভারপ্রাপ্ত)	০৪-০২-২০ হতে ১৭-০৫-২০
২২.	জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী (অতিঃ সচিব)	১৮-০৫-২০ (যোগদান-১১-০৫-২০)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন প্রকল্পের জনবল

(১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে)

ক্রম.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন প্রকল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১টি	১২৪ জন	২৭টি	রাজস্ব খাত
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প	২৩৯টি	২২৪ জন	১৫টি	এপ্রিল ২০১৮-জুন ২০২১
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প	১৯টি	১৯ জন	-	২০১৭-২০২১
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প	২০টি	২০ জন	-	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প	৩৪টি	৩৪ জন	-	২০১৫-২০২১
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প -২য় পর্যায়	১৯টি	০৯ জন	১০টি	২০০৮-২০২২
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যে মসলা চাষ প্রকল্প	-	মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের জনবল দিয়ে পরিচালিত	-	২০১৫-২০২১
৮.	রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	০৯টি	০৯ জন	-	২০১১-২০২২
	মোট =	৪৯১ টি	৪৬৭ জন	৫২ টি	

২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	সংশোধিত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	অব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)
১.	৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	৩২৭০০	২৯৯৯৯	২৯৯৯৯	ট্রেজারী চালান নং-T-১ তারিখ: ০৪/০৮/২০২০ খ্রি.
২.	৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩০০০৪	২৮১৪৬	২৭৫২৬.৪৭৭	
৩.	৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৬১১৯	৩৫৭০০	২৯৮৮০.১৪৩৫	
৪.	৩৬৩১১০৪ অন্যান্য অনুদান	৬২০০	৭৯৮১	৭৫৯০.৮৪৩	
৫.	৩৬৩১৯৯ বিশেষ অনুদান	২১০০০	১২৮০০	৩৬৬৬.২৫৫	
	মোট=	১২৬০২৩	১১৪৬২৬	৯৮৬৬২.৭১৮৫৪	১৫৯৬৩.২৮১৪৬

অনুন্নয়ন খাত

ক্রম.	কোডভিত্তিক স্কিম/প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (হাজার টাকায়)	সংশোধিত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (হাজার টাকায়)
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৯১০০০০	৯১০০০০	৯১০০০০	০.০০
২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০)	১১৫০০০০	১১৫০০০০	১১৪৮২৭৮.২	১৭২১.৮
	মোট=	২০৬০০০০	২০৬০০০০	২০৫৮২৭৮.২	১৭২১.৮

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ

পরিচালনা কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	১২/০৯/২০১৯	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১ম সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,** এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	২৩/০২/২০২০	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ২য় সভা	ঐ	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,** এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	২১/০৬/২০২০	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩য় সভা	"কর্ণফুলী" সম্মেলন কক্ষ প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,** এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	২৭/০৮/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	"কর্ণফুলী" সম্মেলন কক্ষ, প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	**জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,** এনডিসি চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

মাসিক সভা

ক্রম.	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৫/০৮/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	বোর্ড রুম প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	**জনাব শাহীনুল ইসলাম** (যুগ্ম সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	০৯/০৯/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	"কর্ণফুলী" সম্মেলন কক্ষ প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	**জনাব শাহীনুল ইসলাম** (যুগ্ম সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	০৭/১০/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	"কর্ণফুলী" সম্মেলন কক্ষ প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	**জনাব শাহীনুল ইসলাম** (যুগ্ম সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	১১/১২/২০১৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	"কর্ণফুলী" সম্মেলন কক্ষ প্রধান কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি	**জনাব শাহীনুল ইসলাম** (যুগ্ম সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৫.	২৯/০৬/২০২০	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	করোনা পরিস্থিতিতে সম্মেলন কক্ষে সভা আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ার কারণে জুম অ্যাপস ব্যবহার করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ	**জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী** (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

২০১৯-২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভাসমূহ

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১ম সভা রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুম এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়:

গত ১৭ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ ও ২২১০০১১০০ এর প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তহবিল সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০ অনুমোদন এবং বিবিধ আলোচনা।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

সভায় সভাপতি মহোদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী চলমান স্কিমসমূহের কাজের গুণগতমান ও বোর্ডের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামী ২০২০ সালের জানুয়ারী ১১-১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০ পালনের বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকীতে বোর্ডের অর্থায়নে বেতবুনিয়ায় অবস্থিত সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া সফর নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ম্যুরাল উদ্বোধনেরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পসহ তিন পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করেন।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মিজ বিদুষী চাকমা (উপ-সচিব), বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপ-সচিব), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সিংইয়ং ম্রো, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব টিটন খীসা, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণসহ বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ২য় সভা রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুম এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়:

গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিবিধ আলোচনা।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

সভাপতি সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বোর্ডের সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক অর্জন ICIMOD Mountain Prize 2019 সম্পর্কে অবহিত করেন করেন এবং এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী বিতরণ প্রকল্প, মসলা চাষ প্রকল্প, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পসহ তিন পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয় বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য জেলা পরিষদ প্রতিনিধিগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করার জন্য আহবান জানান। তিনি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আগামী ৩ জুন, ২০২০ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন। বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের শৈল্পিক রূপ যেন প্রতিফলিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পরামর্শ দেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসক জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-সচিব ও সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপ-সচিব), জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, জেলা প্রশাসক-রাঙ্গামাটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য জনাব সিংইয়ং ম্রো, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জনাব স্মৃতি বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা, উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব পিন্টু চাকমা এবং বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ২১ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩য় সভা রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের 'কর্ণফুলী' সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

আলোচ্য বিষয়:

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ১৫ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিবিধ আলোচনা।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। করোনায় আক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব অ ক ম মোজাম্মেল হক এমপিসহ সকল রোগীদের শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন এবং করোনায় নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি গত ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০ সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সেনা বাহিনী, সিভিল সার্জন, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসহ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/স্কিমের কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্প, উচ্চমূল্যের মসলা চাষ প্রকল্প, কমলা ও মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পসহ তিন পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় হেডম্যান কার্যালয় ও স্থায়ী পাড়াকেন্দ্র অবকাঠামো নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১৫ জুলাই ২০২০খ্রিঃ তারিখ টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় ৪৩০০টি পাড়াকেন্দ্রের পাড়াকর্মীদের মাধ্যমে একযোগে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রজাতির এক লক্ষ বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলায় প্রান্তিক পর্যায়ে ৬,০০০ হাজার পরিবারকে বিভিন্ন জাতের মৌসুমি শাকসবজি বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম বিতরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিতি:

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী (অতিঃসচিব), সদস্য-সচিব ও সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপ-সচিব), জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ, জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি, জনাব মোহাঃ আশরাফুল ইসলাম মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ, জনাব টিটন খীসা, নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, জনাব মোঃ আবদুল আজিজ প্রকল্প পরিচালক, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বান্দরবান, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প রাঙ্গামাটি, জনাব মোঃ মুজিবুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ উদযাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ও অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনে সক্রিয় সহযোগিতায় গত ১১-১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পাঁচ দিনব্যাপী তিন পার্বত্য জেলায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত কোন অ্যাডভেঞ্চার উৎসব। আগে আমাদের দেশে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ইভেন্ট আয়োজন করা হলেও জাতীয়ভাবে এটিই হবে এ ধরনের প্রথম উদ্যোগ। এই উৎসব অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন, পর্যটন খাতের অগ্রগতি, অ্যাডভেঞ্চার/সাহসিক ক্রীড়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, টেকসই পর্যটনের উন্নয়নে এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব কমিয়ে আনতে উৎসাহিত করবে। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মাউন্টেইন বাইকিং, কায়াকিং, ক্যানিওনিং, কেভ ডিসকভারি, হাইকিং, ট্রেইল রান, রোপ কোর্স, টিম বিল্ডিং, টি ট্রেইল হাইকিং, ফুরমোন ট্রেকিং, ক্যাম্প ফায়ার ইত্যাদি।

বেলুন উড়িয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ শুভ উদ্বোধন করছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক।

গত ১১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার কর্ণফুলী সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরাসী নাগরিক Anñe Quêmérê। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য জনাব দীপংকর তালুকদার, এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য মিজ বাসন্তী চাকমা, এমপি,বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন এম এ মুকিত খান, (সি), পিএসসি, বি এন অধিনায়ক, বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ.কে.এম. মামুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার জনাব মোঃ আলমগীর কবীর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য মোট ১০০ জনকে মনোনীত করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা হতে ৩১জন, দেশের অন্যান্য এলাকা হতে ৫৩ জন এবং ১৬ জন বিদেশী রয়েছেন। এর মধ্যে ২৭ জন নারী। মনোননীত ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য আলাদা করা হয়। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৩৯ জন, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৫ জন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী এ উৎসবের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ গৃহীত বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী অভিযাত্রী ও পর্যটন বিশেষজ্ঞদের লেখা সম্বলিত একটি স্মরণিকা (Adventure) প্রকাশ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উক্ত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

অ্যাডভেঞ্চার বিভিন্ন ইভেন্টের কার্যক্রম সম্পাদন শেষে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাইনী মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০-এ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,এম.পি। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, National Adventure Club of India এর Founder President Mr. Ram S. Varma. IAS বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনে উপদেষ্টা লেঃ জেনারেল (অবঃ) এটিএম জহিরুল আলম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইনুর রহমান প্রমুখ। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

উক্ত অনুষ্ঠানে এ উৎসবের অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট, মেডেল এবং উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং আগত অতিথিদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা মিজ নিশাত মজুমদারকে এ সমাপনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাঁকে বঙ্গবন্ধু এ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড ও প্রাইজ মানি বাবদ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক টাকা) প্রাইজ মানিং প্রদান করা হয়।

এভারেস্ট বিজয়ী বাংলাদেশী মিস নিশাত মজুমদারকে সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও প্রাইজ মানিং উপহার তুলে দিচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

মহাসাগরে একাকী অভিযাত্রী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ গেস্ট অব অনার হিসেবে আমন্ত্রিত অতিথি ফরাসী নাগরিক Ocean Sailor Ms. Anne Quéméré

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ বিভিন্ন ইভেন্টের খন্ডচিত্র

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ক্যানিওনিং

মাউন্টেইন বাইকিং

হাইকিং

কেভ ডিসকভারি

খাগড়াছড়ি টিম

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

ফুরমোন ট্রেকিং

হাইকিং ও ট্রেইল রান

ক্যানিওনিং

কায়াকিং

টি গার্ডেন ট্রেইল

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

জিপ লাইন

ক্যানিওনিং

বান্দরবান টিম

কায়াকিং

তাবু

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা গত ১৬ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারটি উদ্বোধন করেন। উক্ত কর্ণারের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয় বই, ছবি, পান্ডুলিপি ইত্যাদি রাখা হয়েছে। কর্ণারের পার্শ্বে পড়ার জন্য জায়গা রাখা রয়েছে। পুরো বছর ব্যাপী এই কর্ণারটি চালু থাকবে।

বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণ কাজের তদারকি

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূকেন্দ্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে কাজের গতি একটু মন্থর হলেও কাজ থেমে নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বেশ কয়েকবার নির্মাণাধীন কাজের তদারকি করেছেন। ১৯৭৫ সনের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়াতে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেছিলেন।

লক্ষাধিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলা ১ লক্ষাধিক বৃক্ষরোপন উদ্যোগটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি অন্যতম উদ্যোগ। গত ২২ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি ১টি জাকারান্ডা গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণে কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলার ৪৩০০ পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৪০,০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা আগামী ১৯ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে একই দিনে একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মহোদয় উদ্বোধনের মাধ্যমে রোপন করা হবে। ২৫টি রোপনযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে জাম, জাম্বুরা, বেল, আমলকি, নিম, হরিতকি, বহেরা, তেতুল ও অর্জুন ইত্যাদি রয়েছে। বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণের সময় বোর্ডের সদ্য যোগদানকৃত ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগ

তিন পার্বত্য জেলার হাসপাতাল এবং রাঙ্গামাটির পুলিশ হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিন পার্বত্য জেলার হাসপাতাল এবং রাঙ্গামাটি পুলিশ হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা কাছ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জন ডা. বিপাশ খীসা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি গত ২১ জুন, ২০২০ খ্রি. সকাল ১০.৩০টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনের প্রতিনিধির নিকট (প্রতি জেলা হাসপাতালের জন্য ১৫টি করে) তিন পার্বত্য জেলার হাসপাতালের জন্য মোট ৪৫ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ফ্লোমিটাসহ হস্তান্তর করেন। এছাড়াও ২২ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখ রাঙ্গামাটি পুলিশ হাসপাতালের জন্য ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ফ্লোমিটাসহ বিতরণ করা হয়। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে করোনা চিকিৎসার জন্য মেডিকেল সরঞ্জামের অভাব আছে। করোনায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা ছাড়াও যেকোন শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালের প্রতিনিধি অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করছেন।

বান্দরবান জেলা হাসপাতালের প্রতিনিধি অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করছেন।

অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করছেন রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি।

অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণে সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী (অতিঃ সচিব), সদস্য সচিব ও সদস্য প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপ-সচিব), জনাব মোঃ আবদুল আজিজ প্রকল্প পরিচালক, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বান্দরবান, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প রাঙ্গামাটি, জনাব মোঃ মুজিবুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

তিন পার্বত্য জেলার ৬০০০ পরিবারকে সবজি বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার করোনা ভাইরাসের কারণে নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০০ পরিবারকে সবজি বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২২ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ টায়পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সবজি বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে পাড়াকেন্দ্রের পাড়াকর্মীদের হাতে সবজি বীজ ও কৃষি উপকরণ তুলে দেন। সবজি বীজের মধ্যে করলা, ঢেঁড়স, লাউ, বেগুন (দেশী), বরবটি অন্যতম এবং কৃষি যন্ত্রপাতি মধ্যে প্রত্যেক পরিবারকে ১টি কোদাল ও ১ টি করে হাসুয়া দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব অর্থায়নে সীমিত আকারে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ও করোনাকালে নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগী মানুষের মাঝে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় ৪৩০০টি পাড়া কেন্দ্রের পাড়াকর্মীদের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় ৬০০০ পরিবারের মাঝে সবজি বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশু সুরক্ষা, মাতৃকালীন পরিচর্যা সেবার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আলম নিজামী (অতিঃ সচিব), সদস্য-সচিব ও সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-পরিকল্পন ও টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (উপ-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপ-সচিব), জনাব মোঃ জানে আলম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প, রাঙ্গামাটি, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প রাঙ্গামাটি, জনাব মোঃ মুজিবুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি, জনাব মংছেনলাইন রাখাইন, উপসচিব ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিবসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবানুনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ হতে গত ২৪ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটিকে ১০টি এবং রাঙ্গামাটি পৌরসভা-ক ১০টি স্প্রে মেশিন হস্তান্তর করা হয়। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া যথাক্রমে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আরিফুল ইসলাম এবং রাঙ্গামাটি পৌরসভার সচিব জনাব সুমন চৌধুরী হাতে স্প্রে মেশিনসমূহ হস্তান্তর করেন। তিনি করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

শহরের জীবানুনাশক পানি ছিটানো

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটি শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে জীবানুনাশক পানি ছিটানো উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাতীয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, দুর্যোগকালীন যে কোন সময় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পানির সংকট প্রকট। করোনাকালেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাউচার এর মাধ্যমে বান্দরবান জেলা সদরের প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করেছে। এতে এলাকাবাসীদের বিশুদ্ধ পানির সংকট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

শিশু খাদ্য বিতরণে ব্যবস্থা গ্রহণ

করোনা পরিস্থিতি মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা দুর্গম সাজেক ইউনিয়নের খাইসা পাড়া, অরুন পাড়া, লঙ্গটিয়ান পাড়া ও কমলাপুর পাড়ার ১৩০ জন শিশু হামের আক্রান্ত হয়। হামের আক্রান্ত শিশুরা একইসাথে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে বহুমুখি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের অর্থায়নে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিস্কুট ফিডিং কার্যক্রমের বরাদ্দ থেকে ৪০০০ প্যাকেট উচ্চ ক্যালরীযুক্ত বিস্কুট উপদ্রুত এলাকার শিশুদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইউনিসেফ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের যৌথ প্রকল্প টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের কর্মরত পাড়াকর্মীরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলার ৪৩০০ গ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ত্রাণ সামগ্রী ঘরে ঘরে গিয়ে বিতরণ করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলার একজন পাড়াকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী হিসেবে শিশু খাদ্যও বিতরণ করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর

গত ২৩ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরে জন্য এক সভা আয়োজন করে। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে। একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সকল ফলাফল অর্জন করতে চায় সে সকল ফলাফল এবং তা অর্জনের নির্দেশকসমূহ একটি নির্ধারিত ছকে বর্ণনা করে থাকে। প্রতি বছর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত এপিএ নির্দেশিকা অনুসরণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড Annual Performance Agreement Management System (APAMS) সফটওয়্যার ব্যবহার করে এপিএ প্রণয়ন এবং ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক এপিএ প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে।

ইসিমোড মাউন্টেইন প্রাইজ (ICIMOD Mountain Prize-2019)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে গ্রামীণ সড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি ও শিক্ষা, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, সৌর বিদ্যুৎ সুবিধাদি প্রদান, বিকল্প জীবিকায়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পর্যটন উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদির স্বীকৃতিস্বরুপ ICIMOD Mountain Prize Commission 2019 সালের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে মনোনিত করেছে। ICIMOD এর মহাপরিচালক Dr. David Molden গত ২১ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরাকে অবহিত করেন এবং ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ICIMOD এর ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ICIMOD Annual Mountain Prize-2019 গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ পুরস্কারটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তথা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল অর্জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি এর মেধা, দূরদর্শী চিন্তা ও প্রেরণা সঞ্চারী নেতৃত্বে বোর্ডের সকলের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে আজকের এই পুরস্কার। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কাজের মান ও গতিকে আরো বেশি বেগবান করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি গত ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে ICIMOD Mountain Prize-2019 পুরস্কারটি গ্রহণ করার কথা থাকলেও অনির্বায কারণবশত ঐদিন গ্রহণ করতে না পারায় ICIMOD আরো একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে কাঠমান্ডু, নেপাল ICIMOD কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। এ সময় ICIMOD এর মহাপরিচালক (ভাঃ) ড. ইকলাবায়া শর্মা পুরস্কারের স্বীকৃতিস্বরুপ মানপত্রসহ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের হাতে তুলে দেন।

ICIMOD Mountain Prize 2019 Winner

Chittagong Hill Tracts Development Board
Rangamati, Bangladesh

In recognition of your exceptional contributions to the people and environments of the Hindu Kush Himalaya.

In particular, the Mountain Prize Commisssion notes your various contributions to the developments of the Chittagong Hill Tracts over the last four decades in the areas of rural infrastructure, education, agriculture, suppply of safe drinking water, promotiom of mountain sports, culture and tourism, health and sanitation, women's empowerment, wildlife conversation, clean energy and alternative livelihoods.

The Mountain Prize, which ICIMOD awards each year, is a tribute to your enduring and remarkable efforts for sustainable development in the mountains of the Hindu Kush Himalaya. Your commitment to the cause of mountain peoples and environments is manifested in your work and furthers the mountain agenda that ICIMOD advocates.

David Molden, phd
Director General

5 December 2019

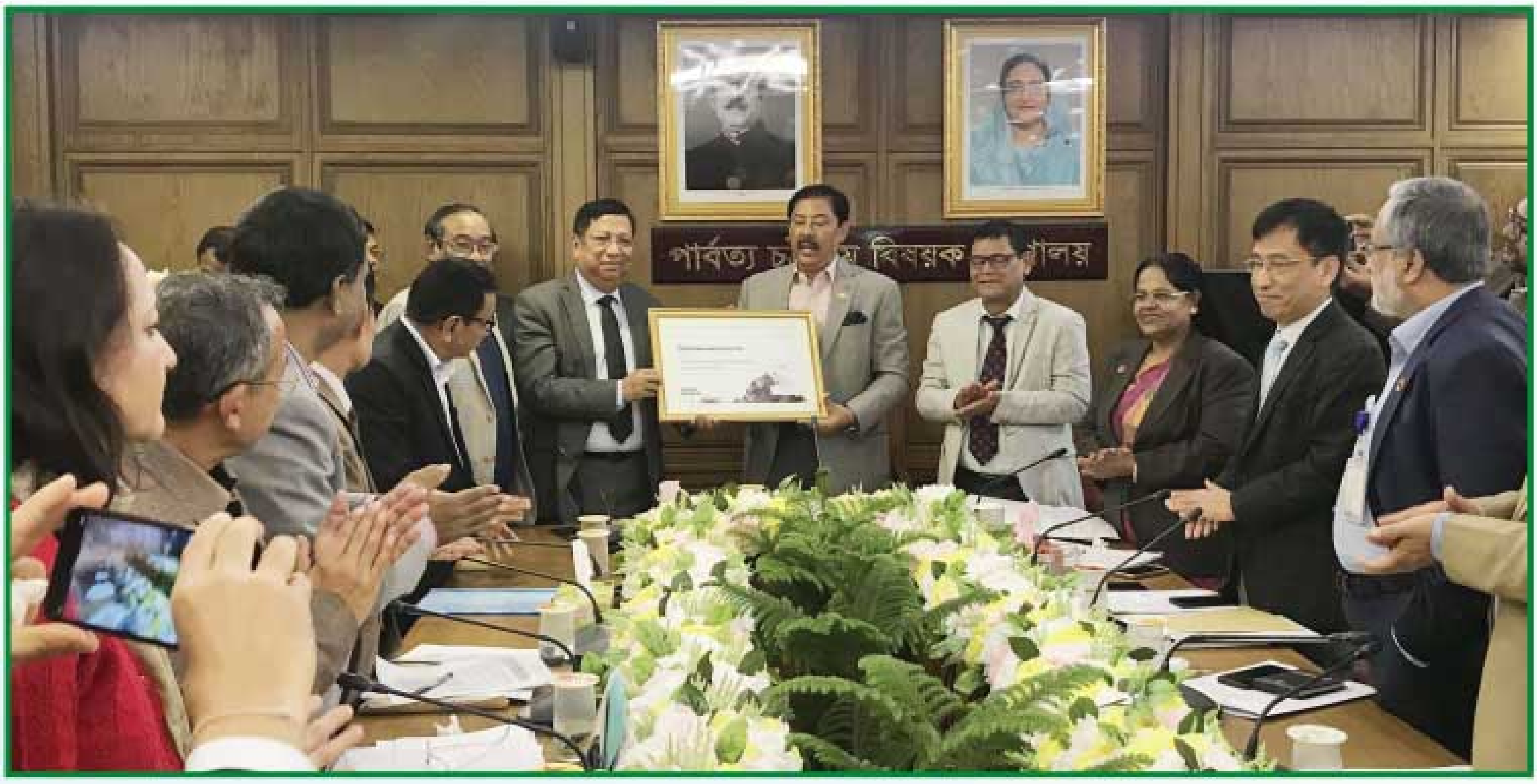

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অর্জিত ইসিমোড মাউন্টেইন প্রাইজ-২০১৯ এর মানপত্রটি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয় অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সামনে তুলে ধরেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অসামান্য সম্মানে ভূষিত করার জন্য ICIMODকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। একই সাথে এই অর্জনের জন্য দেশবাসী, পার্বত্যবাসী, শুভানুধ্যায়ী, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

CHTDB receives the ICIMOD Mountain Prize 2019

▸ AA News Desk

The Chittagong Hill Tracts Development Board (CHTDB) of Bangladesh has been awarded the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) Mountain Prize this year.

The prize is awarded to an individual, organization, or private sector entity based in the Hindu Kush Himalaya (HKH) or beyond, for outstanding efforts in enabling sustainable and resilient mountain development in the region.

The aim of the prize is to benefit the environment as well as communities-particularly the poor, the youth, and women. This year's award was shared by two winners-Didar Ali, from Pakistan for his personal contributions to mountain communities.

Naba BikramKishor Tripura receiving the ICIMOD Mountain Prize 2019 on behalf of CHTDB from Dr. Eklabya Sharma, acting Director General, ICIMOD. -AA

The winners of the 2019 Mountain Prize were announced on December 5 in Kathmandu.

Chairman, CHTDB was supposed to receive ICIMOD's annual Mountain Prize-2019 on 5 December at the ICIMOD's headquarter in Kathmandu, Nepal but in view of compelling circumstance Chairman could attend the ceremony. ICIMOD arranged another special program for giving the ICIMOD Annual Mountain Prize 2019 on December 20. Therefore, Chairman, CHTDB received the ICIMOD's annual Mountain prize-2019 on December 20. At that time the acting Director General of ICIMOD Dr Eklabya Sharma handed over the citation of the prize and $5,000 to Chairman, CHTDB NabaBikram Kishore Tripura, ndc.

Chittagong Hill Tracts (CHT) covers one-tenth of the total area of Bangladesh. It is culturally, ethnically and topographically diverse and the only hilly and mountainous region of Bangladesh. The Chittagong Hill Tracts Development Board (CHTDB), the apex body for CHT's development, was established in 1976 and has been responsible for development intervention in rural roads, education, agriculture, supply of safe drinking water, promotion of mountain sports, culture and tourism, health and sanitation, women empowerment, conservation of wildlife, mountain ecosystem, cleaner energy and alternative livelihoods.

Since its inception, CHTDB has been working for the development and welfare of the people belonging to the backward ethnic communities of the entire CHT region. In the last five years, CHTDB implemented 474 long-term and short-term projects targeted at improving the socio-economic condition of the hill people throughwhich remote villages have been connected with sub-districts and district headquarters. This improvement in communication and connectivity has created market linkages for mountain products and thereby improved the livelihoods and household incomes of the hill people of CHT. This over forty year old institution has therefore demonstrated impact across a broad range of work in a marginal area of Bangladesh.

The annual ICIMOD Mountain Prize assesses the achievement of the individual, or organization, or company being nominated in any of (but not limited to) the following work areas: access to water, sustainable production systems for food/nutrition security and income, climate change adaptation, disaster risk reduction, access to clean energy, technologies or innovations, including ICTs, for mountain development, promotion of economic/income generating opportunity or/and investment, policy advocacy, mountain ecosystems/ biodiversity conservation.

পিপিআর বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে আয়োজন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গত ১৫-১৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে ০৩ (তিন) দিনব্যাপী পিপিআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দুইটি ইউনিট অফিসসহ সর্বমোট ৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ বিষয়ে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের 'কর্ণফুলী' সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব শাহীনুল ইসলাম উক্ত প্রশিক্ষণে শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে দাপ্তরিক কাজের সঠিক প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানান। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ ও কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অধীনে এ প্রশিক্ষণটি দেয়া হয়েছে। পিপিআর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলার মেধাবী, গরীব ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করে আসছে। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বছরের বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল মাত্র ৮১ হাজার টাকা। ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম ধাপে শিক্ষাবৃত্তি পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ এবং দ্বিতীয় ধাপে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে শিক্ষাবৃত্তি পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে ২ কোটি টাকা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষাবৃত্তি তিন পার্বত্য জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করা হয়। ২০১৬ সাল হতে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে এতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত, সময়, অর্থ সবকিছু সাশ্রয় হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.chtdb.gov.bd) এ শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত আবেদন ফরম আপলোড করা আছে, প্রতি অর্থবছরের শিক্ষাবৃত্তি আবেদন গ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে নোটিশ প্রদান করে থাকে। নোটিশটি বোর্ডেরও ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকে। আবেদন গ্রহণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি আবেদন ফরম অনলাইনে দাখিল করতে হয়। অসম্পূর্ণ আবেদন ফরমগুলো বাতিল করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটির পার্বত্য জেলার নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটির পার্বত্য জেলার নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়' স্বপ্ন মানুষকে তার গন্তব্য স্থানে পৌছতে সাহায্য করে। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বড় কিছু করতে পারে না। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে যেভাবে আর্থিক সহযোগিতা করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে থাকার সুযোগ নাই।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের তিন পার্বত্য জেলা মোট ২২১৬ জনকে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৭৩৬ জন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৭১০ জন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৭৭০ জন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও ২ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তি বিতরণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধাদির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাপ্রসূত প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রনিধানযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে হোম ও কম্যুনিটি সিস্টেমসহ ১৩,৭০৪ টি প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত সৌর বিদ্যুৎ সুবিধাদির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এমন প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে যেখানে আগামী ২০-২৫ বছরেও গ্রিড লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সেসব এলাকা চিহ্নিত করে সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ করেছে বিনামূল্যে। সোলার কমিউনিটি সিস্টেমের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় পাড়াকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, হোস্টেল ও অনাথ আশ্রমেকে গুরুত্ব দিয়ে সোলার প্যানেল বিতরণ করা হয়েছে।

শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

তিন পার্বত্য জেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রতা ভিন্নতা রয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় লেক ও পাহাড় সকলের মনকে ভুলিয়ে দেয়, কাপ্তাই লেকের সুনীল জলের অরণ্য দৃশ্য, নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলায়, সবুজ পাহাড়ের হাতছানি, কাপ্তাই লেকের অপরূপ জলরাশি, জলধারা যেন স্বপ্ন দেখায় স্বপ্ন কথা বলে, হৃদয় ছুঁয়ে যায়, মন বলে এই তো অপরূপ নৈসগিক রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই লেকের নৌ-ভ্রমণ, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা উপযুক্ত জায়গা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৭ সাল হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠতম সন্তান শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে। ২০১৯ সালে ১৮ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা প্রশাসনে আয়োজনে শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা প্রতিবারে ন্যায় এবারেও পুরুষ-মহিলা পৃথক পৃথকভাবে বড় নৌকা, ছোট নৌকা, সাম্পান (পুরুষ) এবং কায়াকিং ছিল অন্যতম। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা মোট পুরুষের ৮টি দলে ২১ জন করে ছিল আর মহিলাদের ৪টি দলের ১৫ জন করে ছিল। সাম্পান ও কায়াকে ২ জন করে প্রতিযোগী ছিল। পুরুষ ২১ জন গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় কিল্লামুড়া দল। সাম্পানে চ্যাম্পিয়ন হন জামাল উদ্দিন ও রিয়াদ। মহিলাদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয় কিল্লামুড়া কালা দেবী ত্রিপুরা ও তার দল। মহিলা কায়াকে চ্যাম্পিয়ন হন ঝর্ণা ত্রিপুরা ও হিরা। নৌকায় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দলকে ৫০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলকে ৩০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী দলকে ২৫,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়। শেখ রাসেল স্মৃতি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম, এ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মাইনুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ শহীদ তালুকদারসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করা মত।

পার্বত্য মেলায় অংশগ্রহণ

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Mountains matter for Youth"। প্রতি বছরের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত পার্বত্য মেলায় অংশগ্রহণ করে।

ঢাকার শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে গত ০৫-০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিনব্যাপী পার্বত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি মিলে প্রায় ৯০টির ও অধিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী, যেমন-কমলা, কাজু বাদাম, আদা, হলুদ, পাহাড়ী কলা, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, বিন্নী চাল ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়েছে। পাহাড়ের অর্গানিক ফলমূল ও সবজি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের স্টলের প্রদর্শন করা হয়।

পার্বত্য মেলা-২০১৯ শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। উদ্বোধনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংরক্ষিত মহিলা আসনে এম.পি মিজ বাসন্তী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। চার দিনব্যাপী মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এনডিসি-২০১৯ কোর্স সদস্যদের সাথে মতবিনিময়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এনডিসি -২০১৯ কোর্সের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলায় আগত কোর্স সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ মতবিনিময় সভাটি ০৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এনডিসি-২০১৯ কোর্সের সদস্যগণের মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় আসেন দেশী-বিদেশী ৩৮ জন কোর্স সদস্য, ০৪ জন স্টাফ অফিসার এবং দুই জন ফ্যাকাল্টি মেম্বার। ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মধ্যে টিম লিডার হিসেবে ছিলেন মেজর জেনারেল আ.ক.ম. আবদুল্লাহি বাকি, আরসিডিএস, এনডিইউ, পিএসসি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন বোর্ডের সদস্য পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী। কোর্স মেম্বারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পানির যথেষ্ট সংকট রয়েছে। বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে এই সংকট আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময় অনেক ঝর্ণা ও ছড়া শুকিয়ে যায়। যার ফলে এসব উৎসের উপর নির্ভরশীল পরিবার ও জীববৈচিত্র্যেও পানির সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। পাহাড়ে পানির অন্যতম উৎস ঝর্ণা, ঝিরি ও ছড়া। বর্তমানে এসব উৎস মানবসৃষ্ট নানা হস্তক্ষেপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। পানি নির্ভর জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এখন হুমকির সম্মুখীন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পানি সংকট দূরীকরণে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এর দিক-নির্দেশনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উপর একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে তিন পার্বত্য জেলার বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) এর সাথে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উপর একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা জন্য বেশ কয়েকটি সভা করেছে। গত ১৫ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে (CEGIS) এর সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা বোর্ডের কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পানির উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুজ্জীবিতকরণের মাধ্যমে টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে (CEGIS) এর পক্ষ থেকে একটি প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া। সভায় আগত প্রতিনিধিগণ সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্প পরিদর্শন ও উদ্বোধন

পুনঃসজ্জিত ও সংস্কারকৃত রাঙ্গামাটি শিশু পার্ক উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল লেক ও পাহাড়। বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা হচ্ছে রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি জেলা শহরের শিশুদের বিনোদনে জন্য তেমন কোনো পার্ক নেই বললেই চলে। রাঙ্গামাটিবাসী দীর্ঘদিনের দাবী রাঙ্গামাটি শিশু পার্ক নির্মাণ। গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার এলাকায় পুনঃসজ্জিত ও সংস্কারকৃত রাঙ্গামাটি শিশু পার্ক এর শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। রাঙ্গামাটি শিশু পার্কটি বিভিন্ন জটিলতা কারণে দীর্ঘ দিন অবহেলা আর অযত্নে পড়ে ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনে সার্বিক সহযোগিতায় রাঙ্গামাটি শিশু পার্কের উন্নয়ন ও দৃষ্টিনন্দন করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেহেতু এটি শহরের একমাত্র শিশুপার্ক এটিকে আরও কিভাবে সুন্দর করা যায় সেজন্য উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা থাকবে বলে জানান বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

পুনঃসজ্জিত ও সংস্কারকৃত রাঙ্গামাটি শিশু পার্কটি শুভ উদ্বোধন করছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাত হতে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি শিশু পার্কের ৩টি রিটেইনিং ওয়াল, পার্কের ওয়াকওয়ে, শিশুদের খেলনার যন্ত্রপাতি স্থাপন, গেইট, ঝর্ণা ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে বান্দরবান জেলা শিশু পার্কটিও নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও খাগড়াছড়িস্থ জিরো মাইল এলাকা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত পার্কে একটি ট্রেন (দুই বগি বিশিষ্ট) স্থাপন করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি শিশু পার্কটি পুনঃসজ্জিত ও সংস্কারকৃত কাজের উদ্বোধনে সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রশিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম শফি কামাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, পার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য প্রবীন সাংবাদিক সুনীল কান্তি দে, সাবেক পৌর মেয়র মোঃ নজরুল ইসলাম, উন্নয়ন বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রমুখ।

পুনঃসজ্জিত ও সংস্কারকৃত রাঙ্গামাটি শিশু পার্কটি উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

কাচালং সরকারি কলেজের অডিটোরিয়াম উদ্বোধন

ফিতা কেটে কাচালং সরকারি কলেজের অডিটোরিয়াম ভবন উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

উপজেলার মধ্যে বৃহত্তম উপজেলা হচ্ছে বাঘাইছড়ি। কাচালং সরকারি কলেজ বাঘাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত। রাঙ্গামাটি শহর থেকে পানি পথে স্পিড বোট এ বাঘাইছড়ি যেতে সময় লাগে ২ থেকে ২.৫ ঘন্টা আর লঞ্চে যেতে সময় লাগে ৭/৮ ঘন্টা। কাচালং কলেজ সাম্প্রতিক সরকারি কলেজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরাকে কাচালং সরকারি কলেজের অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হন। অধ্যক্ষ মহোদয়ে দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে কাচালং সরকারি কলেজের নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষার্থীদেরকে দেখানো যেন দুর্গম এলাকায় শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়, যোগ্যতা নিয়ে দেশ পরিচালনা করা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেন সচক্ষে দেখতে পায়, পাহাড়ী এলাকা থেকেও দেশ পরিচালনা কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, এটি অসম্ভব এর কিছু নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষা খাতে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে যাচেছ। কাচালং সরকারি কলেজের দীর্ঘদিনের দাবী একটি অডিটোরিয়াম। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুন্দর অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। অডিটোরিয়ামটি প্রায় ৪৭৫০ স্কয়ার ফিটে। এখানে একসঙ্গে ১০০০ জনের অধিক শিক্ষার্থী/দর্শনার্থী বসে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে পারবে।

কাচালং সরকারি কলেজের অডিটোরিয়াম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা গত ২০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: তারিখে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং সরকারি কলেজের অডিটোরিয়ামটি শুভ উদ্বোধন করেন। পরে তিনি কাচালং সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন দেশে একশটিরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে এবং চলমান, প্রায় বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া চেয়ে টাকার গুরুত্ব বেশি দেয়, কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিরুদ্ধে অভিযোগও রয়েছে তারা টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেটও দেয়, সেই সার্টিফিকেট বাস্তব জীবনে কোনো কাজে আসে না, তাই তোমাদেরকে ভালোভাবে লেখাপড়া করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান শিক্ষার্থীরা আগামী দিনে দেশের কর্ণধার, তাই তোমাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যায়।

অডিটোরিয়ামটি উদ্বোধনে সময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব), সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুদর্শন চাকমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান হাবীব জিতু, পৌরসভা মেয়র জাফর আলী খান, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মুজিবুল আলম, বাঘাইছড়ি উপজেলার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, কলেজের প্রভাষকগণ, সাংবাদিকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন চিং হ্লা মং চৌধুরী (মারি) মুর‍্যাল উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন খাতে ন্যায় ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এর নির্দেশনায় রাঙ্গামাটিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন চিং হ্লা মং চৌধুরী (মারি) মুর‍্যাল নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হয়।

রাঙ্গামাটিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে স্টেডিয়াম গেইট সংলগ্ন জায়গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন চিং হ্লা মং চৌধুরী (মারি) মুর‍্যাল শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। এ সময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মুজিবুল আলম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি বরুন বিকাশ দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল আজমসহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্য কর্মকর্তা ও জেলার প্রাক্তন খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে চিং হ্লা মং চৌধুরী (মারি)'র স্মৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মুর‍্যাল নির্মাণ। বীর মুক্তিযোদ্ধা চিং হ্লা মং চৌধুরী মারি রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার জন্ম নেয়া এক প্রতিভাবান ফুটবলার। এই ফুটবলার ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত খেলোয়াড়ি জীবনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাদা দল ও পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ফুটবল দলের অধিনায়কও ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফুটবলে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারও অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ রাঙ্গামাটি ২০১২ সালে ৫ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামটি 'চিং হ্লা মং চৌধুরী মারি স্টেডিয়াম' নামে নামকরণ করে।

শিক্ষাবিদ শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা'র কমিউনিটি সেন্টার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

শিক্ষাবিদ শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা'র কমিউনিটি সেন্টার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে মঙ্গল কামনা করছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ জোরমরম এলাকাবাসী।

খাগড়াছড়ি জেলার সুখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা। খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন প্রায় ৩০ বছর। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষাবিদ কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা নামে একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে শিক্ষাবিদ কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা কমিউনিটি সেন্টার এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ও তাঁর সহধর্মিনী মিস অনামিকা ত্রিপুরা। উক্ত কমিউনিটি সেন্টার এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ভাইবোনছড়া জোরমরম সুরেন্দ্র মাষ্টার পাড়া স্কুল মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা কমিউনিটি সেন্টার ও ছাত্রাবাস পরিচালনা কমিটির সভাপতি চারু মোহন ত্রিপুরা। সভায় প্রধান অতিথি জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর চিন্তাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানলগ্ন হতে পাহাড়ে উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা অনুসারে 'মানুষকে শহরে আসতে হবে না, গ্রামই হবে শহর' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও কাজ করে যাচ্ছে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মিনী মিস অনামিকা ত্রিপুরা। তিনি তাঁর বাবার (শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা) স্মৃতিচারণ করে বলেন সেই সময় এলাকার ৪-৫ জন্য গ্রেজুয়েটদের মধ্যে তিনি একজন। বাবা লাইব্রেরি থেকে বই এনে রেখে দিতেন যেন ছেলেমেয়েদের নজরে পড়ে, বাবার আনার বইগুলো আমি পড়তাম, বাবা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা জন্য আহবান জানাতেন। তিনি সকলকে তাঁর বাবা (শ্রী কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা) আদর্শকে অনুসরণ করা জন্য আহবান জানান।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, জোরমরম মৌজা হেডম্যান লিটন রোয়াজা প্রমুখ।

বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ঢাকা থেকে ডিজাইন করে নিয়ে আসা কমিউনিটি সেন্টারে একটা চিত্র অনুষ্ঠানে পাড়াবাসীর সামনে তুলে ধরেন। প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে মানানসই একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হবে বলেও তিনি জানান। আলোচনা সভা শেষে দুস্থ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

জুরাছড়ি থানা পাড়া রোড সংলগ্ন আরসিসি গার্ডার ব্রিজ উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১০টি উপজেলার মধ্যে দুর্গম উপজেলা হিসেবে বিবেচিত জুরাছড়ি।পূর্বে জুরাছড়ি ছিল বরকল থানা আওতাধীন একটি ইউনিয়ন। ১৯৮০ সালে ১৮ নভেম্বর খ্রি. তারিখে জুরাছড়িকে ৪টি ইউনিয়নে ভাগ করে মনোন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ২৫ জুলাই খ্রি. তারিখে এটিকে উপজেলাই উন্নীত করা হয়। এ উপজেলা আয়তন প্রায় ৬০৫.০৪৭ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। এ উপজেলায় নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের বসবাস।

রাঙ্গামাটি সদর হতে জুরাছড়ি উপজেলা যাওয়া একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি পথ। উপজেলায় কেবল ৮টি সিএনজি, ৪টি মাহিন্দ্রা, ৩টি চাঁদের গাড়ি এবং ২০০টি মোটর সাইকেল আছে বলে জানা যায়।

তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকাগুলোতে চলাচলের জন্য এখনো পর্যন্ত রাস্তা নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকাগুলোতে রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, ড্রেইন ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত জুরাছড়ি থানা পাড়া রোড সংলগ্ন আরসিসি গার্ডার ব্রিজ।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত জুরাছড়ি থানা পাড়া রোড সংলগ্ন আরসিসি গার্ডার ব্রিজ শুভ উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। উদ্বোধনকৃত ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৪০ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবস, এই দিনে জুরাছড়ি ভ্রমণ এবং ব্রিজ উদ্বোধনসহ বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন সবকিছুই স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে চেয়ারম্যান মহোদয় জানান। তিনি আরো বলেন ৪৩ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কোনো চেয়ারম্যান জুরাছড়ি উপজেলা পরিদর্শনে আসেন নাই। জুরাছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতিত্বে উপজেলা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে এ উপজেলা উন্নয়নে জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা দেয়া আশ্বাস দেন।

উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত উদ্বোধনের সময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি জনাব মোঃ মুজিবুল আলম, জুরাছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার চাকমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়াক ভবন উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতি জেলায় সার্কেল চীফ এর অধীনে হেডম্যান, কার্বারী আছে। তিন পার্বত্য জেলার ৩টি সার্কেল, ৩৭৫টি মৌজা এবং ৪,৮১১টি পাড়া বা গ্রাম রয়েছে। মৌজা প্রধান হেডম্যান এবং পাড়া প্রধান কার্বারী। হেডম্যান, কার্বারীদেরকে পাহাড়ে প্রাণ বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় হেডম্যান, কার্বারীদের ভূমিকা অনেক। একশ বছরের প্রাচীন নেতৃত্ব ও সামাজিক ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এখনো চলমান আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথাগত নিয়মে বংশ পরম্পরায় নেতৃত্বে ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বিচার-আচার, খাজনা আদায়, সাধারণ প্রশাসনকে সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। সার্কেল প্রধান, হেডম্যান, কার্বারীগণ সরকারিভাবে সম্মানী পেয়ে থাকেন।

সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক ভবন উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যানদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হেডম্যান কার্যালয় নির্মাণে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। হেডম্যানগণ যাতে এক জায়গায় বসে সভা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়াক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি সদরস্থ রাজদ্বীপ/চক্রপাড়ায় নির্মিত সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়াক ভবন শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। ভবনটি আয়তন প্রায় ১৭০০ স্কয়ার ফিট। পাহাড়ের সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক ভবন উদ্বোধন ও হেডম্যানগণের সাথে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

এই ভবনটি উদ্বোধনে সময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মিনী মিস অনামিকা ত্রিপুরা, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব শাহীনুল ইসলাম, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলম, সিএইচটি হেডম্যান নেটওর্য়াক এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শান্তি বিজয় চাকমা, বিভিন্ন মৌজার হেডম্যান এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুনলাই সেন্টার উদ্বোধন

মুনলাই পাড়া বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত একটি পাড়া বা গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় ৫৪টি বম পরিবারের বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বম সম্প্রদায়ে বসবাসকৃত এলাকাগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক সুন্দর এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বান্দরবান সদর হতে রুমা উপজেলায় মুনলাই পাড়া যেতে সময় লাগে ২ থেকে ২.৫ ঘন্টা (সড়ক পথে)। চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত ও সাঙ্গু নদী বিধৌত অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দৃশ্য সকলের মন কেড়ে নেয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী পাহাড় পর্বত এবং বৈচিত্র্যময় অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাহার সমৃদ্ধ উপজেলা রুমা। বগালেক, কেওক্রাডং, তাজিংডং সবই রুমা উপজেলায় অবস্থিত। এ উপজেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। মুনলাই পাড়ায় হোম স্টে করা সুযোগ আছে। এখানে ট্রেকিং, কায়াকিং, জিপলাইন, ক্যাম্প ফায়ারিং, টিম বিল্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ইভেন্টস আয়োজন করা সুযোগ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা জানান, মুনলাই পাড়া হবে বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন গ্রামের মধ্যে অন্যতম। মুনলাই পাড়াকে পর্যটকদের আকর্ষণীয় এলাকা হিসেবে গড়ে তুলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাহাড়ী স্টাইলে মুনলাই পাড়ায় "মুনলাই সেন্টার" নির্মাণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত মুনলাই সেন্টার গত ১৩ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখ শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। উদ্বোধন শেষে এলাকাবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন চারিদিকে সবুজ ঘেরা মনোরম পরিবেশে বাঁশ ও কাঠের তৈরি টিন সবুজের সমন্বয়ে মুনলাই সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, এটা রক্ষা করা দায়িত্ব আপনাদের।

মুনলাই সেন্টার, মুনলাই পাড়া, রুমা, বান্দরবান।

এই সেন্টারের মুনলাই পাড়ায় উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শন ও বিক্রয় করা যাবে। এ সেন্টারের একটা কফি কর্ণারও হবে সর্বোপরি এ সেন্টারটি পরিচালনা জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা জন্য পাড়ার সিনিয়র নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশে আশি হাজারেও অধিক গ্রাম রয়েছে, তন্মধ্যে এ গ্রাম/পাড়াটি নিঃসন্দেহে অনেক পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্ন গ্রামে মডেল হিসেবে সকলের কাছে তুলে ধরা দায়িত্ব আপনাদের। এতে পাড়াবাসী সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে বলেও তিনি জানান।

এ সময় বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) বান্দরবান জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত, বেইজ ক্যাম্প বাংলাদেশ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব তামজিদ সিদ্দিক স্পন্দনসহ মুনলাই পাড়াবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মাইনী অডিটরিয়াম পুনঃসজ্জিত ও পুনঃসংস্কারকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার দিক-নির্দেশনায় রাঙ্গামাটি জেলার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের মাইনী অডিটরিয়াম পুনঃসজ্জিত ও পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। এ অডিটরিয়ামটি রাঙ্গামাটি জেলা এমনকি তিন পার্বত্য জেলায় আধুনিক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, মানানসই সাউন্ড সিস্টেম, ১৫০ আসন বিশিষ্ট উন্নতমানের চেয়ার, ড্রেস চেঞ্জিং রুম ইত্যাদি মিলে একটি সুন্দর ও যুগোপযোগী অডিটরিয়াম। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখে বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এ অডিটরিয়ামটি শুভ উদ্বোধন করেন।

মাউন্টেইন বাইক বিতরণ

তিন পার্বত্য অঞ্চলের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করে তুলার লক্ষ্যে, তরুণ সমাজ যাতে বিপথে না যায়, মাদকাসক্ত না হয়, খেলাধূলায় মনযোগ যেন দেয় সেই লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব থাকাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাউন্টেইন বাইকিংকে উৎসাহিত করে তুলার জন্য 'ট্যুর ডি সিএইচটি' চালু করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বঙ্গবন্ধুর জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২০ এ বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে মাউন্টেইন বাইকিং ইভেন্টও রাখা হয়। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাউন্টেইন বাইকিং পরিচিতি লাভ করেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার ১০ শ্রেণীর ছাত্র বঙ্কুলাল চাকমাকে একটি (উপরে ছবি) এবং খাগড়াছড়ি জেলা ৯ম শ্রেণীর ছাত্র হামকরায় ত্রিপুরাকে (নিচে ছবি) একটিসহ মোট দুটি মাউন্টেইন বাইক হস্তান্তর করেন। এ সময় তিনি মাউন্টেইন বাইকটি ঠিকমত চালানোর জন্য পরামর্শ দেন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/সমাপ্তকৃত স্কিম/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম.	কোড	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কিম/প্রকল্পের সংখ্যা
১.	কোড নং- ২২১০০১১০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা	১৫০টি	১১৬টি	১০৫টি	০৬টি	৩৭৭টি
২.	কোড নং- ২২১০০০৯০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা	২১টি	০৩টি	১৪টি	-	৩৮টি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) বাস্তবায়িত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় খাতভিত্তিক স্কিমের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	৭	৬	১৩	৬	-	৬	৯৪.৭৬	৫৩.৭১	৫৩.৭১	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৩০	১৬	৪৬	২৮	-	২৮	৪৫৬.৭৭	৫০৩.১৭	৫০৩.১৭	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২৪	১৪	৩৮	১৭	১	১৮	৩৯১.০০	৪০৯.৩২	৪০৯.৩২	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৬	১	৭	৪	-	৪	৫৬.৫৭	৩৩.৭৪	৩৩.৭৪	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৭৫	৪৮	১২৩	৫৯	২	৬১	১১০৮.৮৮	১০৯৩.৭৬	১০৯৩.৭৬	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	৩৪	২৩	৫৭	৩০	৩	৩৩	৮৪২.০২	৮৫৭.৯৯	৮৫৭.৯৯	১০০%	১০০%
মোট=		১৭৬	১০৮	২৮৪	১৪৪	৬	১৫০	২৯৫০.০০	২৯৫১.৬৯	২৯৫১.৬৯	১০০%	১০০%

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	কাউখালী উপজেলাধীন কাশখালী এলাকায় (ত্রিপুরা ছড়াতে) দীনকান্ত ডাক্তারের জমির উপর বাঁধ নির্মাণ	২৫.০০	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বড়খোলা পাড়ায় পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ ড্রেন নির্মাণসহ পাওয়ার পাম্প সরবরাহকরণ	১২.৫২	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩.		বাঘাইছড়ি ই-১ কৃষি সেচ প্রকল্পের ড্রেন সম্প্রসারণ	১০.৮০	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের বটতলী হতে উগলছড়ি রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচনালার অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ	১৫.০০	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৫.		কাপ্তাই উপজেলার ৪নং কাপ্তাই ইউনিয়নের রাঙ্গা অং কার্বারী পাড়ায় কৃষি জমিতে ধারক দেয়ালসহ সেচ নালা নির্মাণ	৩০.০০	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.		রাজস্থলী উপজেলাধীন মিতিঙ্গাছড়ি পাড়া বাসীদের জন্য পানির ট্যাংক স্থাপনসহ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ	৩০.০০	এলাকার চাষাবাদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭.	যাতায়াত	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ওরাছড়ি পশ্চিম পাড়া বৌদ্ধ বিহার হইতে পাড়ার শেষ মাথা প্রদীপ বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন মতিপাড়া ফুলতলী পাড়ায় পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সেতু নির্মাণ	৯০.৪৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৯.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নেরলত্যাছড়ি বান্দয়্যা তংচংগ্যা দোকান হতে সুধন্যা কুমার ও নীল বাবু তংচংগ্যার বাড়ি হয়ে এগুজ্যাছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১০.		রাঙ্গামাটির বিভিন্ন উপজেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত সড়কের সংস্কার	৯৫.৪৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১১.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩৫ নং বংগলতলী ইউনিয়নের প্রতিমোহন দেওয়ানের বাড় হতে বংগলতলী মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন দোলন্যা ব্রিজের বেইজপিয়ার গার্ডার, স্ল্যাপ ও এভাবমেন্টসহ এপ্রোচ রোড নির্মাণ	৬৮.৭০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৩.		রাঙ্গামাটি-বান্দরবান সড়ক হতে লোটাস শিশু সদন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৪.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙালহালিয়া ইউনয়নের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি বান্দরবান সড়ক হতে বাঙালহালিয়া নন্দবংশ বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৯০.৪৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৫.		লংগদু উপজেলাধীন ডানে আটারকছড়ার "রনজিত চাকমার বাড়ী হতে মালেক মাষ্টারের বাড়ী হয়ে লক্ষাকান্ত চাকমার" বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৬.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া হেডম্যান পাড়া কেন্দ্রিয় শ্মশান ভাঙনরোধে গার্ড ওয়াল ও শ্মশানের যাতায়াত রাস্তা নির্মাণ	৯৫.৪৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৭.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া বান্দরবান প্রধান সড়ক হতে রমতিয়া কার্বারিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৮.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া পুলিশ ফাঁড়ি হইতে কাকড়াছড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৬৮.৭০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৯.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ১নং ইউনিয়নে ধুপ্যাচর পাড়ায় ফুটব্রীজ নির্মাণ	৩১.০৯	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
২০.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন লালমিয়ার বাড়ী হতে উন্নয়ন বোর্ড কোয়াটার হইয়া বাবু পাড়া জালিয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২১.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন পশ্চিম লাল্যাঘোনা নদীর পাড় হইতে আহম্মদ হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২২.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়নের চিন্তারাম ছড়া পাড়া হইতে পুরাতন বিজিবি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৪৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩৩নং মারিশ্যা ইউনিয়নের উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা সংলগ্ন বিজয় চাকমা বাড়ী হইতে পিত্তি পাড়া উষাময় চাকমা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৪.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের সাপছড়ি এলজিইডি সড়ক হতে সাপছড়ি ত্রিপুরা পাড়াকেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৫.		কাউখালী উপজেলাধীন কচুখালী রাস্তা হতে সানু বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৩.৫৭	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৬.		উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি প্রধান সড়ক হতে দ্বীচান পাড়া ড: জ্ঞানশ্রী সাধনা বৌদ্ধ বিহারের রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৭.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্গা হেডম্যানপাড়া ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৫০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৮.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নের তুলাবান গ্রামের উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা হতে হেডম্যান পাড়া রাস্তা হয়ে ফুলের চর কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২৯.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উগলছড়ি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ হইতে জামিনি শীলের বাড়ীর শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩০.		সদর উপজেলাধীন আব্দুল আলী স্কুলের পিছনে রাস্তা নির্মাণ	১৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩১.		সদর উপজেলাধীন তবলছড়ি বিজিবি এলাকার পার্শ্বে সিলেটি পাড়ায় রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩২.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৩নং সাপছড়ি ইউনিয়নের আরকে রাস্তা হতে বোধিপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪০.০৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৩.		বিলাইছড়ি উপজেলা সদরের শিশুপার্ক হতে হিলটপ পর্যন্ত ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৩৪.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৩নং বুড়িঘাট রাস্তা হতে বিজয় প্রসাদ চাকমার বাড়ী হয়ে নালা (ছড়া) পর্যন্ত রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২৯.৩৮	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩৫.	শিক্ষা	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের উত্তর মুবাছড়ি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.৯২	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.		কাপ্তাই উপজেলাধীন আল-আমিন মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ	২৮.৬০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৭.		কাপ্তাই উপজেলাধীন শহীদ সামসুদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৮.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নয় মাইল হতে বড়াদাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এর পরিবর্তে কাপ্তাই উপজেলাধীন মাঝের পাড়া ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৪০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বড়ইছড়ি পাড়ায় বাংলাদেশ মারমা কাউন্সিলের ছাত্রাবাসের ২য় তলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৭.৭০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.		লংগদু উপজেলাধীন ভাসান্যাদাম ইসলামি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার নির্মাণ	২৮.৬০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		কাউখালী উপজলোধীন কাশখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন দ্বিতল সম্প্রসারণ	২৮.৬০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		লংগদু উপজেলাধীন মাইনিমুখ মডেল হাই স্কুলের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ	২২.৯০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		লংগদু উপজেলাধীন কালাপাকুজ্যা সেনা মৈত্রী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.		সদর উপজেলাধীন শিশু নিকেতনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৩০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৫.		রাঙ্গামাটিস্থ চারুকলা একাডেমীর নিচতলায় টাইলস স্থাপন ও ৩য় তলা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.৯২	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৬.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীপংকর তালুকদার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৭.		রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৮.		সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে ত্রিপুরাছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৯.		সদর উপজেলাধীন হযরত আব্দুল ফকির মাজার (রঃ) টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.০০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৫০.	শিক্ষা	বরকল উপজেলার বড় হরিনা জুনিয়র হাইস্কুলের ভবন নির্মাণ	২৮.৬০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫১.		ঘাঘড়া বয়'স স্কুলে জিমনেসিয়াম নির্মাণ এর পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাধীন ঘাঘড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামের ব্যায়ামাগারের যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ	১৩.৭০	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫২.		সদর উপজেলাধীন বি এম ইনস্টিটিউটের টাইলস্ স্থাপন ও আনুষাঙ্গিক কাজ	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৩.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	সদর উপজেলাধীন রাজবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় রাঙ্গামাটি মিউজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ভবন নির্মাণ	২৫.০০	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৪.		কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া পাইমুক্য পাঠাগার নির্মাণ	১৫.০০	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৫.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ ক্লাবঘরের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	২৮.৬০	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৬.		রাঙ্গামাটির স্টেশন ক্লাবের টেনিস মাঠ সংস্কার	১৭.১৭	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৭.	সমাজ কল্যাণ	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী মুসলিম পাড়া এলাকায় সৈয়দা হুমাইরা মহিলা মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ এর পরিবর্তে ভেদভেদী মুসলিম পাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ নির্মাণ	২৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম ইউনিয়নের চাকুয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৯.		সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ ইসলামপুর জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৩.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		কাপ্তাই উপজেলার বড়খোলা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের চেরাং ঘর নির্মাণ	৪৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬১.		কাপ্তাই উপজেলাধীন পূর্ব কোদালা বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন আশ্রম ভবন নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন খন্তাকাটা মারমাপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.৯২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৩.		কাপ্তাই উপজেলাধীন নারানগিরি মুখ মসজিদুল আকসা ভবন নির্মাণ	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.		নানিয়ারচর উপজেলার শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরের নাট মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.		সদর উপজেলাধীন ২নং মগবান ইউনিয়নে অগৈয়াছড়ি মনোরোম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৬৬.	সমাজ কল্যাণ	বরকল উপজেলাধীন ঠেগামুখ জনশক্তি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে বটতলা ব্রীজের পার্শ্বে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৩.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৮.		ভেদভেদীস্থ পুরাতন টেনিস কোর্টের পার্শ্বে বায়তুশ সালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	৪৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৯.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭০.		জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুবলং শাখা বনবিহারের সিমিতং ঘরে সপ্তম তলা পর্যন্ত অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তকরণ	৩০.৯২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭১.		সদর উপজেলাধীন আপার রাঙ্গামাটি জামে মসজিদের মোয়াজ্জেম থাকার জন্য ঘর নির্মাণ	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭২.		সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ লঞ্চ নৌযান শ্রমিক ইউনিয়নের ভবন নির্মাণ	২৮.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৩.		লংগদু উপজেলাধীন তিনটিলা বন বিহার ভবন নির্মাণ	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৪.		লংগদু উপজেলাধীন লংগদু সদরে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৪০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৫.		কাপ্তাই উপজেলাধীন রায় সাহেবের বৌদ্ধ বিহার ও বিহারের গেইট নির্মাণ	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৬.		সদর উপজেলাধীন পুরাতন বাস ষ্টেশন ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন নির্মাণ	২৯.১১	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৭.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বালামছড়ি জ্ঞানরত্ন বৌদ্ধবিহারের পাকা ভবন নির্মাণ	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৮.		বরকল উপজেলাধীন হাজাছড়া সাম্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৯.		বরকল কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮০.		লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী মসজিদ নির্মাণ	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮১.		সদর উপজেলাধীন ওমদামিয়া হিলস্থ খান জামে মসজিদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২৮.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৮২.	সমাজ কল্যাণ	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নে আর এইচ রোডের পার্শ্বে মিতিঙ্গাছড়ি নূরানী মাদ্রাসা নির্মাণ	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৩.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩০নং সারোয়াতলী রত্নোদয় বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৩.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৪.		কাউখালী উপজেলাধীন হেডম্যানপাড়া মহিলা সমিতি ভবন নির্মাণ	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৫.		কাপ্তাই উপজেলাধীন প্রাগৈতিহাসিক শ্রী শ্রী মাতা সীতাদেবী মন্দির নির্মাণ	২৯.১১	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৬.		রাজস্থলী উপজেলাধীন তাইতন পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ভোজন শালা নির্মাণ	২২.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৭.		সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটির প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের শহীদ মিনার নির্মাণ	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৮.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ আইসিডিপি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে "সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ আবাসিক এলাকার সীমানা প্রাচীর সজ্জিতকরণ, বৃষ্টির পানি নিষ্কাষণের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ আনুষাঙ্গিক কাজ"	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৮.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ আইসিডিপি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে "সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ আবাসিক এলাকার সীমানা প্রাচীর সজ্জিতকরণ, বৃষ্টির পানি নিষ্কাষণের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ আনুষাঙ্গিক কাজ"	২৮.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৯.		সদর উপজেলাধীন শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার যোগাশ্রম মন্দিররের ২য় তলায় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯০.		রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের বিশ্রামাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১১.৫০	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৯১.		বাঘাইছড়ি উপজেলায় বটতলী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৪৫.৬০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৯২.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট ১নং টিলা জামে মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৩.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৯৪.	সমাজ কল্যাণ	বিলাইছড়ি উপজলোধীন ফারুয়া বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ এর পরিবর্তে বিলাইছড়ি উপজলোধীন ফারুয়া বাজার জামে মসজিদ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৫.		রাঙ্গামাটি সিএইচটি জার্নাল ডট কম এর জন্য সামগ্রী সরবরাহকরণ	২.০০	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৬.		রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন ক্যাম্পসমূহে সোলার প্যানেল সরবরাহকরণ এর পরিবর্তে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন ক্যাম্পসমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন	৩০.০০	এলাকার জনগণের আলোর সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৭.		সদর উপজেলাধীন চব্বিশ ফ্লাটের ওজুখানার উপরে ইমামের ঘর, সিঁড়ি ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৮.		সদর উপজেলাধীন ঝুলিক্কা পাহাড়ে তৈয়বিয়া জামে মসজিদ নির্মাণ	৩৯.৯০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৯.		সদর উপজেলাধীন চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির ভবন নির্মাণ	৩৫.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০০.		কাউখালী পানছড়ি বিনায়াংকুর বনবিহার নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০১.		সদর উপজেলাধীন সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক অফিস ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.৪৬	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০২.		বরকল উপজেলাধীন বরকল বাজারে পাবলিক ক্লাব নির্মাণ	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৩.		রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম ট্রাক মালিক সমিতির ভবন নির্মাণ	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৪.		রাঙ্গামাটি পৌর এলকার রিজার্ভ বাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার রক্ষণার্থে গার্ড রুম নির্মাণ	২৮.৬০	নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৫.		সদর উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় জানাজার মাঠ সম্প্রসারণ ও লাশ ঘর নির্মাণ	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৬.		ভেদভেদী নতুন পাড়া বায়তুল করিম এতিমখানা ও মাদ্রাসা নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৭.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তি এলাকায় শীতলা মন্দির নির্মাণ	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৮.		কাউখালী উপজেলাধীন ডাবুয়া হেডম্যান অফিস কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৩৪.৩৫	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৯.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া বাজার শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের দূর্গা মন্দির নির্মাণ	৪০.০০	সামাজিক কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১১০.		তবলছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ড্রেন ও ওজুখানা নির্মাণ এর পরিবর্তে তবলছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ড্রেন ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	মসজিদটি মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১১১.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারস্থ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পাঠাগারের জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও বই সরবরাহকরণ	১৫.০০	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১১২.		সদর উপজেলাধীন আসামবস্তিস্থ শ্রী শ্রী কৈবল্যকুঞ্জ আশ্রমে ভক্ত নিবাস নির্মাণ	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৩.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ এর পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন আবাসিক কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৩৪.৩৫	প্রশিক্ষণ এর মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৪.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন তৈ-চাকমা হেডম্যান পাড়া বনভান্তে স্মৃতি মন্দির নির্মাণ	২৮.৬০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৫.		রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১১.০০	সাংবাদিকদের কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৬.		সদর উপজেলাধীন চিং হ্লা মারী স্টেডিয়ামের গেইট সংলগ্ন এলাকায় চিং হ্লা মারীর ম্যুরাল নির্মাণ	৪.৪০	এ ম্যুরাল নির্মাণের ফলে উক্ত ব্যক্তির স্মৃতি সংরক্ষিত হয়েছে
১১৭.		সদর উপজেলাধীন কালিন্দীপুরস্থ স্টাফ ডরমেটরীর প্রথম তলা নির্মাণ	৩০.০০	আবাসিক ব্যবস্থার উন্নয়ন
১১৮.		সদর উপজেলাধীন পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় কটেজ নির্মাণ	৫৭.২৫	আবাসিক ব্যবস্থার উন্নয়ন
১১৯.		আঞ্চলিক পরিষদের ব্যবহারের জন্য বোর্ডের পুরাতন রেস্ট হাউস সম্প্রসারণ কাজের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ সম্পন্নকরণ	১০৮.০০	আবাসিক ব্যবস্থার উন্নয়ন
১২০.	ভৌত অবকাঠামো	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া আগাপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৬.২৫	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২১.		ভেদভেদীস্থ বোর্ডের রেস্ট হাউজের বেইজমেন্ট ফ্লোরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৬২.৯৭	আবাসিক ব্যবস্থার উন্নয়ন
১২২.		লংগদু উপজেলাধীন ৪নং বগাচতর ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ঠেকাপাড়া ব্রীজঘাট বাজার হতে সাহাব উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত ওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে
১২৩.		সদর উপজেলাধীন কল্যাণপুর হতে টিটিসি সংযোগ সড়কের পার্শ্বে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের বাসভবন রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২৮.৬০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১২৪.	ভৌত অবকাঠামো	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ মুসলিম পাড়ায় ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ধারক দেয়াল নির্মাণ	৪০.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১২৫.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাইনী মিলনায়তন আধুনিকায়ন	১১৫.০০	অফিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৬.		সদর উপজেলাধীন যীশু টিলার কাটা পাহাড় সংলগ্ন এলাকার ভাঙ্গনরোধে দেয়াল ও সিঁড়ি নির্মাণ	২৫.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১২৭.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ আধুনিকায়ন	২০০.০০	অফিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৮.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদীস্থ আবাসিক এলাকার জন্য সাবস্টেশন স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৫৭.২৫	বৈদ্যুতিক সরবরাহের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১২৯.		কাউখালী উপজলোধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নস্থ কন্ট্রাক্টর পাড়া হতে চম্পাতলী মহাজন পাড়া পর্যন্ত উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তার ভাঙ্গন রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	৩৫.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৩০.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের লাইব্রেরী ও ক্যান্টিন আধুনিকায়ন	৫১.০৯	অফিসের সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩১.		সদর উপজেলাধীন গর্জনতলীতে অখন্ডমন্ডলী মন্দির রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল ও আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	২২.০৯	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৩২.		সদর উপজেলাধীন পলওয়েল পার্কের ভিউ পয়েন্টের রেলিং, টাইলসসহ আনুসাঙ্গিক কাজ	১৭.১৭	পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৩.		সদর উপজেলাধীন আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে গ্যারেজ কাম গার্ড শেড নির্মাণ	২২.৯০	কার্যালয়ের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৪.		সদর উপজেলাধীন কল্যাণপুরস্থ বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাসভবন মেরামত ও নবায়ন	১৫.০০	আবাসিক ব্যবস্থার উন্নয়ন
১৩৫.		সদর উপজেলাধীন কালিন্দীপুরস্থ বোর্ডের রেষ্টহাউজ ও নতুন ভবনের মধ্যকার সংযোগ ব্রীজ নির্মাণ	২২.৯০	যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৬.		সদর উপজেলাধীন হ্যাপী আইল্যান্ড এলাকায় সুইমিংপুল সজ্জিতকরণ, আনুষাঙ্গিক কাজ ও সিও অফিস সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১১০.০০	পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৭.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের গেইট ও সীমানা প্রাচীর আধুনিকায়ন	১১২.৫৬	সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩৮.		সদর উপজেলাধীন ওমদামিয়া হিলের চব্বিশ ফ্লাটের বায়তুস সালাম মসজিদের পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ এর পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন ওমদামিয়া হিলের চব্বিশ ফ্লাটের বায়তুস সালাম মসজিদের পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল ও মসজিদের আনুষাঙ্গিক কাজ	৩০.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১৩৯.	ভৌত অবকাঠামো	সদরস্থ গরীবুল্লাহ শাহ মাইজভান্ডারীর মক্তবের পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩৪.৩৫	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪০.		রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ পর্যটন কমপ্লেক্স এর সন্নিকটে ডিজিএফআই অফিসের পাশের খালি জায়গায় পার্ক স্থাপন	৫৭.২৫	পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪১.		ভেদভেদীস্থ রেষ্টহাইজের গেইট, বাউন্ডারী ওয়াল ও ওয়াক ওয়েসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ঘাগড়া বড়ইছড়ি প্রধান সড়ক সংলগ্ন বটতলীস্থ মগছড়ার পাশে কমিউনিটি ভিত্তিক বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যালয় ও সেবা কেন্দ্রের ভাঙ্গন রক্ষার্থে অসমাপ্ত রিটেইনিংওয়াল সমাপ্তকরণ	২৮.৬০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪৩.		সবুজ সংঘ ক্লাব উন্নয়ন	৪০.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪৪.		মুরালী পাড়ায় পাড়া কেন্দ্রের পাশে ড্রেন ও রির্টানিং ওয়াল নির্মাণ	১১৫.০০	অফিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪৫.		শৈল বিপণী বিতান আধুনিকায়ন	৫৭.৫০	বিপনী বিতানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪৬.		কাউখালী উপজেলাধীন মঈনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া আলিম মাদ্রাসার ভাঙ্গন রক্ষার্থে ধারক দেয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪৭.		রাঙ্গামাটি উত্তর রাজদ্বীপ এলাকায় ভাঙ্গন রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১১.৪৫	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৪৮.		রাজস্থলী উপজেলাধীন ৩নং বাংগালহালিয়া ইউনিয়নের ডাক বাংলো পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৫.০০	নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪৯.		সদর উপজেলাধীন পলওয়েল পার্কের ভাঙ্গন রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	মাটি ধ্বস হতে রক্ষা পাবে
১৫০.		"মুজিববর্ষ-২০২০" উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন পাড়ায় বৃক্ষরোপন	১৮.৬৯	প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে
		মোট	৫,১৪৭.৫১	

কাউখালী উপজেলাধী কাশখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ

রাঙ্গামাটি জেলা সদর হতে ৩৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত কাউখালী উপজেলা। এ উপজেলার উত্তরে নানিয়ারচর ও লক্ষীছড়ি, দক্ষিণে রাঙ্গুনিয়া ও রাউজান, পূর্বে রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই, পশ্চিমে ফটিকছড়ি ও রাউজান উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন ও ১০টি মৌজা রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মধ্যে মারমা ও চাকমারা তুলনামূলকভাবে বেশি এ উপজেলায়। পাহাড়ের অনেক এলাকা এখনো দুর্গম। যেখানে হাইস্কুল, কলেজ এখনো পৌছায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা খাতে গুরুত্ব দিয়ে দুর্গম এলাকাতেও স্কুল, ছাত্রাবাস, কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। ফলে এখন শিক্ষা হতে ঝরেপড়ার হার যেমন কমছে তেমনি আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়েনে নির্মাণ করা হয়েছে কাউখালী উপজেলাধীন কাশখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন।

- **কাজের গুরুত্ব:**

শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৫০০ জন শিক্ষার্থী।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

প্রধান শিক্ষক বলেন যে, বিদ্যালয়ের রুম বৃদ্ধির ফলে পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তী এলাকায় শীতলা মাতৃ মন্দির নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমাজকল্যাণ খাতেও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ খাতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পার্বত্যবাসী যাতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ঠিকমতো করতে পারে সে লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

- **কাজের গুরুত্ব:**

ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড সম্পাদনে সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

ধির্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

২০০ জন পরিবার।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

এলাকাবাসী বলেন যে, মন্দির নির্মাণ করার ফলে এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড/অনুষ্ঠান সুন্দর নির্মল পরিবেশে সম্পাদন করার সুযোগ হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক স্কিমের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০৩	০৩	০৬	০৩	-	০৩	৬৫.০০	৭৭.৯৫	৭৭.৯৫	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৪৮	৩৭	৮৫	৩৫	-	৩৫	১০৮৬.১৬	১১২৫.৪৪	১১২৫.৪৪	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২২	০৮	৩০	১৮	-	১৮	৪২৮.৩৬	৩৯৫.৪৬	৩৯৫.৪৬	১০০%	১০০%
৪.	সমাজ কল্যাণ	৩২	৩৫	৬৭	২৭	০১	২৮	৫৪৯.১৪	৪৯২.৮৫	৪৯২.৮৫	১০০%	১০০%
৫.	ভৌত অবকাঠামো	২৩	২০	৪৩	১৭	০৪	২১	৪৭১.৩৪	৫০৯.৯৬	৫০৯.৯৬	১০০%	১০০%
মোট=		১২৮	১০৩	২৩১	১০০	০৫	১০৫	২৬০০.০০	২৬০১.৬৬	২৬০১.৬৬		

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.	কৃষি	মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনট্যাহরী ইউনিয়নের বড়বিল এলাকায় কৃষি জমি চাষাবাদের জন্য ড্রেন নির্মাণ	১৯.০০	ড্রেন নির্মাণের ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বাড়ানো কমানো সম্ভব হবে। এলাকা সুরক্ষাসহ কৃষি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে
২.		লক্ষীছড়ি দল্যালী পাড়া ও ন' ভাঙ্গা পাড়ায় কৃষি সেচ ও ড্রেন নির্মাণ	২৩.৭৫	ঐ
৩.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন ফকিরনালা পাড়া, যোগ্যাছলা পশ্চিম পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বাটনাতলী হেডম্যান পাড়া, টিলা পাড়া ও থলি পাড়ায় পানীর ট্যাংকসহ গভীর নলকূপ স্থাপন	২৭.২০	পানি প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে
৪.	যাতায়াত	মানিকছড়ি উপজেলার মহামুনি তালতলা হতে দুরছড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	৩৪.৩২	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
৫.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কের গবামারা বাজার হতে আজাদ মাষ্টারের বাড়ী হয়ে সোহরার এর বাগান সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত এইচবিবিকরণ এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে গবামারা বাজার হতে আজাদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত এবং ওসমার পল্লী হতে রেজুর দোকান হয়ে গচ্ছাবিল সিএমবি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৪১.১৯	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৬.	যাতায়াত	মায়ুং তৈকুপাড়া হতে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৫.৯৬	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
৭.		খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের মাইসছড়ি ম্যাজিষ্ট্রেট পাড়া হতে বুলি পাড়া পর্যন্ত সাইড ড্রেন, টো-ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ	৪৫.৭৮	ঐ
৮.		খাগড়াছড়ি সদরে মধুপুর রাস্তায় বর্ষাজনিত কারণে রাস্তার ভাঙ্গন রোধে রিটেইনিং ওয়ালসহ রাস্তা সংস্কারকরণ	৩০.৯৮	ঐ
৯.		মহালছড়ি উপজেলাধীন বাঘমারা বটতলী হতে খুলারাম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটিকাটা, কালভার্ট, ধারক দেয়ালসহ ব্রীক সলিংকরণ	৭৫.৯৪	ঐ
১০.		মহালছড়ি উপজেলাধীন বাঘমারা-খুলারাম পাড়া যাওয়ার রাস্তায় মুবাছড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	৯১.১৬	ঐ
১১.		গুমতি ইউনিয়নের শান্তিপুর বাজার হতে কালাপানি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ২টি কালভার্টসহ এইচবিবিকরণ	৪৫.৯৬	ঐ
১২.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন সিএন্ডবি রাস্তা হতে চক্রোবিল মালঙ্গি পাড়া যাওয়ার রাস্তায় ব্রীজ, এপ্রোচ, ড্রেন প্রতিরোধক ওয়ালসহ ব্রীকসলিংকরণ	২৮.৬৩	ঐ
১৩.		লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বাইন্যাছোলা ব্রীজ হতে ডিপি নোয়াপাড়া কবরস্থান হয়ে খালেক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৬.৫৩	ঐ
১৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন তেতুলতলা ধর্মঘর বিশ্রামাগার হতে ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত ব্রীক সলিং ও ১টি কালভার্ট নির্মাণ	৩২.৪৯	ঐ
১৫.		সদর উপজেলাধীন যাদুরাম পাড়া সংযোগ রাস্তা হতে বোগো: জাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৪.৪৪	ঐ
১৬.		শালবন এডিসি রাস্তা উন্নয়ন	৩১.৪৮	ঐ
১৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কমলছড়ি ইউনিয়নের কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বদাপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	৪০.৪০	ঐ
১৮.		মানিকছড়ি উপজেলায় এয়াতলং পাড়া রাস্তা মাথা হতে এয়াতলং পাড়া পাড়াকেন্দ্র হয়ে পান্নাবিল পর্যন্ত রাস্তায় মাটিকাটা, মাটিভরাট, প্রতিরোধক ওয়াল, কালভার্ট, ড্রেইন সহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	৪৬.২৮	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১৯.	যাতায়াত	লক্ষ্মীছড়ি-বর্মাছড়ি রাস্তা হতে মাইল্যাছড়ি পাড়া পর্যন্ত আরসিসি কালভার্টসহ রাস্তায় মাটিভরাট ও ব্রীকপেভমেন্টকরণ	২৬.৯৬	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
২০.		গুইমারা উপজেলাধীন ২নং হাফছড়ি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড জীব লাল চাকমার চা দোকান হতে কালাপানি প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪২.৭৫	ঐ
২১.		মাটিরাঙ্গা ওয়াচ্ছু হতে গোকুল কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৫.৫০	ঐ
২২.		মাটিরাঙ্গা তৈলাফাং ব্রীজ হতে বড় পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রীকপেভমেন্টসহ প্রতিরোধক ওয়াল নির্মাণ	৬১.৭৫	ঐ
২৩.		মহালছড়ি উপজেলায় চৌংড়াছড়ি সওজ রাস্তা হতে আমবাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (বরাদ্দ মোতাবেক সমাপ্ত)	৩৮.১২	ঐ
২৪.		পানছড়ি উল্টাছড়ি ইউপির ব্রম্মদত্ত কুটির রাস্তা হতে জগন্নাথ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৩.৩০	ঐ
২৫.		পানছড়ি রাঙ্গাপানি ছড়া হতে বড়মুড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪১.০০	ঐ
২৬.		দীঘিনালা উপজেলাধীন কবাখালী বৌদ্ধ বিহার হতে আলী নগর হয়ে রিজার্ভছড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৩.৬৯	ঐ
২৭.		খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট রাস্তায় ব্রীক পেভমেন্টকরণ।	৪১.০০	ঐ
২৮.		গুইমারা সিন্দুকছড়ি মেইনরোড হতে জোন রাস্তা পর্যন্ত কার্পেটিংকরণ	৭৬.১২	ঐ
২৯.		মহালছড়ি উপজেলাধীন থলিপাড়াস্থ মংমংশি মারমার বাড়ী হতে নালা মগপাড়া সীবলী বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত রাস্তায় মাটিভরাট, সাইড ড্রেইন, টো-ওয়াল, বক্স-কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৫১.৪১	ঐ
৩০.		সদর উপজেলাধীন ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী অফিস হতে তড়িৎ কান্তি চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৩০.৮৫	ঐ
৩১.		খাগড়াছড়ি পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের ভাঙ্গা ব্রীজ হতে মিলনপুর পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ	২৬.৮৫	ঐ
৩২.		খাগড়াছড়ি-কমলছড়ি-মাইসছড়ি এলজিইডি রাস্তা হতে ২৫৯ নং দাতকুপ্যা মৌজা প্রধানের বাড়ী পর্যন্ত সাইড ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ	৩২.২৫	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৩৩.	যাতায়াত	গুইমারা উপজেলাধীন চৌধুরী পাড়া যাত্রীছাউনি সংলগ্ন জুয়েল আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	৩২.৪৯	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
৩৪.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন আমতলী ইউনিয়নের হারুন হেডম্যান পাড়া হতে সর্বসিদ্ধি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৪৩.৩০	ঐ
৩৫.		রামগড়স্থ যৌথখামার হতে বিজিবি ক্যাম্প ও ছোট খেদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়ল হয়ে মেইন রোড সংযোগ রাস্তা পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটিভরাট, সাইড ড্রেইন সহ রাস্তা নির্মাণ	৪৯.৮৫	ঐ
৩৬.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন সিএন্ডবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মালঙ্গী পাড়া যাওয়ার রাস্তায় এপ্রোচের মাটিভরাটসহ ব্রীকপেভমেন্টকরণ	৪৮.০৭	ঐ
৩৭.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বর্ণাল ইউনিয়নের তৈলাফাং খালের ভাঙ্গনরোধকল্পে প্রতিরোধক কাজ	৩৪.৮৮	ঐ
৩৮.		খাগড়াছড়ি সদরে পূর্ব পানখাইয়া পাড়া হতে মেইন রোড হতে দেবপ্রিয় চাকমার বাড়ী হয়ে খাগড়াছড়ি এপিবিএন এলাকায় যাতায়াতের রাস্তায় টো-ওয়াল, ড্রেন সহ রাস্তা নির্মাণ	৫৭.৬৯	ঐ
৩৯.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২৮.৫৫	শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৪০.		দীঘিনালা উপজেলার মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের পিছনে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০.০০	পাঠদানে দুশ্চিন্তা থাকবে না
৪১.		খাগড়াছড়ি সদরে শালবন রাহমানিয়া সুন্নিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা নির্মাণ	২২.৯০	শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৪২.		পানছড়ি উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৮.৬২	ঐ
৪৩.		খাগড়াছড়ি সদরে হোমিওপ্যাথিক কলেজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৩১.৩৯	ঐ
৪৪.		বিয়াম স্কুলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.৬১	ঐ
৪৫.		রামগড় উপজেলায় দক্ষিণ গর্জনতলীস্থ হামিদিয়া হাফিজিয়া এতিমখানা ও হেফজখানার বহুতল বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	২৯.৭২	ঐ
৪৬.		দক্ষিণ গঞ্জপাড়া আল আমি বারিয়া মাদ্রাসা ২য় তলা ভবন নির্মাণ	২৮.৫০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৪৭.	শিক্ষা	রামগড় উপজেলার বেলছড়ি গুজাপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২৯.৮০	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৪৮.		মানিকছড়ি জমিরিয়া তা'লিমুল কোআন মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর নির্মাণ	১৯.০০	শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৪৯.		দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ	২৮.০৭	ঐ
৫০.		মহালছড়ি খুলারাম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সম্প্রসারণ	৩৪.৬৬	ঐ
৫১.		পানছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ভবন নির্মাণ	৩৫.৯০	ঐ
৫২.		দীঘিনালা লেক্ষত্রপুর নিম্নমাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২৯.৯৮	ঐ
৫৩.		খাগড়াছড়ি মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩০.৭০	ঐ
৫৪.		রামগড়স্থ গণিয়াতুল মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৬.৯৯	ঐ
৫৫.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ শালবন স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩১.৯২	ঐ
৫৬.		পানছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্মাণ	৫১.৩০	ঐ
৫৭.	সমাজ কল্যাণ	লক্ষীছড়ি উপজেলায় মগাইছড়ি ইউনিয়নে কালি মন্দির নির্মাণ এর পরিবর্তে লীছড়ি সদরে কালি মন্দির নির্মাণ	২২.৯০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে
৫৮.		দীঘিনালা উপজেলাধীন থানা মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ এর পরিবর্তে দীঘিনালা থানা মসজিদের ওজুখানাসহ মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণ	১৪.২৫	ঐ
৫৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় বাউরা পাড়া শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দিরের গম্বুজসহ ভবন নির্মাণ	২০.০০	ঐ
৬০.		খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৩.০৬	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৬১.		খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি ধর্মসুখ বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু নিবাস কাম ভোজনশালা নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.৪৫	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে
৬২.		খাগড়াছড়ি সদরে গড়গয্যাছড়ি ক্ষান্তিপুর বন কুটিরে স্থায়ী বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ	২৭.৯৬	ঐ
৬৩.		খাগড়াছড়ি সদরে শান্তিনগরে শ্রী শ্রী মগদেশ্বরী মন্দির নির্মাণ	২০.৪৩	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৬৪.		খাগড়াছড়ি সদরে মৈত্রী বৌদ্ধ ভাবনা কুটির নির্মাণ	২০.৪৭	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে
৬৫.		রামগড় সুকেন্দ্রাই পাড়াস্থ শ্রী শ্রী শংকর মঠ গীতা আশ্রম এর সীমানা প্রাচীরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.৪০	শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৬৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি বেতছড়ি অংম্রে রাদনা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৩.৭৫	ঐ
৬৭.		পানছড়ি বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ	২৮.৫০	ঐ
৬৮.		মাটিরাঙ্গা গোমতি জামে মসজিদের টয়লেটসহ মসজিদ নির্মাণ।	১৯.০১	ঐ
৬৯.		মাটিরাঙ্গা ওয়াছু শিব মিন্দর নির্মাণ	২০.০০	ঐ
৭০.		গুইমারা ডাক্তারটিলা সনাতনী সার্বজনীন মহাশশ্মান উন্নয়ন	২১.৬৫	ঐ
৭১.		লক্ষীছড়ি উপজেলায় মরাচেঙ্গী মুখ পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	১৯.০০	ঐ
৭২.		পানছড়ি সাওতাল পাড়া লোকনাথ মন্দির ভবন নির্মাণ	৩২.৫১	ঐ
৭৩.	সমাজ কল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরের আল আমিন বারিয়া জামে মসজিদের দণি পার্শ্বে খালের ভাঙ্গনরোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২২.৪২	মাটি রক্ষাসহ প্রতিষ্ঠানিক ভবন রক্ষা নিশ্চিত হবে
৭৪.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তৈলাফাং বড় পাড়ায় রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ	২৬.৯৭	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে
৭৫.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দং ইউনিয়নের মাঝপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২৩.৮৭	ঐ
৭৬.		খাগড়াছড়ি সদররের ভাইবোনছড়া ত্রিরত্নাংকুর বৌদ্ধ বিহারের দেশনাঘর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৯.০০	ঐ
৭৭.		খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের অডিটরিয়াম সংস্কার	১৯.০০	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
৭৮.		খাগড়াছড়ি সদরের মন্দির পাড়া ও স্কুল পাড়ায় ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন এর পরিবর্তে খাগড়াছড়ি সদরে মাইসছড়ি স্কুল পাড়ায় ও খাগড়াছড়িস্থ উন্নয়ন বোর্ড আবাসিক এলাকায় ২টি গভীর নলকুপ স্থাপন	০৭.৬০	পানি সংকট দূর হবে
৭৯.		খাগড়াছড়ি সদরের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ	২৯.৫৮	শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারিত হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৮০.	সমাজ কল্যাণ	মহালছড়ি উপজেলা থলিপাড়ায় পালিটোল ভবন নির্মাণ	২৩.৭৫	শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
৮১.		মাটিরাঙ্গা আদর্শ গ্রাম মধ্যপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ এর পরিবর্তে মাটিরাঙ্গা আদর্শ গ্রাম লাতু লিডার পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	১৮.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে
৮২.		খাগড়াছড়ি সদরের নুনছড়ি থলি পাড়া গাউছিয়া সোলেমানিয়া জুমা মসজিদ নির্মাণ	১৪.৪৪	ঐ
৮৩.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন সাত ভাইয়া পাড়া মাঙ্গালারাম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২২.৪০	ঐ
৮৪.		খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিসের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ও কম্পিউটার টেবিল সরবরাহকরণ	৬.৪৩	অফিসের কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সুবিধা বেড়েছে
৮৫.	ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া কমিউনিটি সেন্টার ও গ্রন্থাগার নির্মাণ	২১.৭৩	পড়াশুনা সুযোগ সৃষ্টি হবে
৮৬.		বোর্ডের খাগড়াছড়িস্থ বিশ্রামাগারের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ ও ডাইনিং হল সংস্কার এর পরিবর্তে বোর্ডের খাগড়াছড়িস্থ বিশ্রামাগারের ডাইনিং হল সংস্কার	৩৪.৩৩	আপ্যায়ন করা পরিবেশে সুযোগ সৃষ্টি হবে
৮৭.		খাগড়াছড়ি সদরে জেলা জজ অফিসের অপোগার, গেইটসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ	২২.৮৯	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
৮৮.		গুইমারা কলেজ রোডের ধারক দেয়াল ও ড্রেন নির্মাণ	২৬.৯১	ঐ
৮৯.		খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ এর খাগড়াছড়ি সদরস্থ নিজস্ব জায়গায় সমিতি কর্তৃক নির্মাণাধীন ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২৬.৮৮	ঐ
৯০.		খাগড়াছড়ি লেডিস ক্লাবের বিদ্যুতায়নসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	৬.৫০	ঐ
৯১.		খাগড়াছড়ি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিসে আবাসিক এলাকায় অফিসার কোয়ার্টার কাম ডরমেটরী নির্মাণ	৬৫.৯৬	অফিসারদের আবাসন সংকট দূর হবে
৯২.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সীমানা সংলগ্ন মাষ্টারপাড়া এলাকায় উন্নয়ন বোর্ড সীমানা হতে জাফর কমিশনারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩০.৭০	মাটি রক্ষাসহ এলাকাবাসী কল্যাণ নিশ্চিত হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৯৩.	ভৌত অবকাঠামো	সম্প্রীতি সমাজকল্যাণ পরিষদের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৫০.৫৪	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
৯৪.		খাগড়াছড়ি সদরে নতুন পুলিশ লাইনের চন্দ্রগীরি বিশ্রামাগারের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	২৫.৬৫	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
৯৫.		রামগড় উপজেলাধীন উত্তর গর্জনতলী মরহুম মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমানের বাড়ি ভাঙ্গনরোধে ২০০ ফুট আরসিসি রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ	৪১.২০	মাটি রক্ষাসহ এলাকাবাসী কল্যাণ নিশ্চিত হবে
৯৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন খাগড়াপুর গির্জা রোডে প্রতিরোধক কাজসহ ড্রেন নির্মাণ	৩১.৪৯	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
৯৭.		ভুয়াছড়ি কবিরাজের বাড়ী হতে চেঙ্গী খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	১৪.২৫	মাটি রক্ষাসহ এলাকাবাসী কল্যাণ নিশ্চিত হবে
৯৮.		খাগড়াছড়ি ত্রিপুরা সংসদ, মারমা সংসদ সংলগ্ন কৃষ্ণা ত্রিপুরার বাড়ী হতে মিলনপুর চলাচলের রাস্তা কালভার্ট ও সাগরিকা চাকমার বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	১৪.২৫	নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহজতর হবে
৯৯.		মাটিরাঙ্গা পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ডের ডাক্তার পাড়া ফিরোজ মাষ্টারের বাড়ীর নিচে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	১৪.২৫	ঐ
১০০.		খাগড়াছড়ি খালের ভাঙ্গন রক্ষার্থে উন্নয়ন বোর্ড সীমানা বরাবর রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৬০.৫০	মাটি রক্ষাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ভবন রক্ষা এবং এলাকাবাসী কল্যাণ নিশ্চিত হবে
১০১.		খাগড়াছড়ি সদরে হাতিমুড়া সিঁড়ি সংস্কার	৩.৩৩	যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে
১০২.		"মুজিববর্ষ-২০২০" উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন পাড়ায় বৃক্ষরোপন	১৭.৬৬	পরিবেশ সুরক্ষিত হবে
১০৩.		খাগড়াছড়িস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৫০.০০	রেস্ট হাউজে অতিথিদের থাকার সুবিধা বেড়েছে
১০৪.		খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩৫.০০	কমিউনিটি সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রগতি হয়েছে
১০৫.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গঞ্জাপাড়া পুকুর পাড়ে রাস্তার দু'পাশে আরসিসি ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	রাস্তাটির মাটি ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে
		মোট	৩৩৩৯.৬৫	

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন তেতুলতলা ধর্মঘর বিশ্রামাগার হতে ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত ব্রীক সলিং ও ১টি কালভার্ট নির্মাণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে যেমন সহজে বিভিন্ন সেবা পৌঁছানো যায় তেমনি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতিও সম্ভব হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গ্রামীন সড়ক নির্মাণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলায় ব্রিকসলিং, এইচবিবি করণ, কার্পেটিংসহ বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

- **কাজের গুরুত্ব:**

যাতায়াত ও যোগাযোগের সুবিধা-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৩০০ পরিবার।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ফলজ ও কৃষিজাতপণ্য বাজারজাত করণে সহজতর হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ উপাসনাকারীদের মন্দিরে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ শালবন স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

খাগড়াছড়ি সদরস্থ শালবন স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা খাতে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উ ন্নয়ন বোর্ড বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষা খাতে অবকাঠামো নির্মাণে ফলে শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

- **কাজের গুরুত্ব:**

শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

২৫০ জন শিক্ষার্থী।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

প্রধান শিক্ষক বলেন যে, বিদ্যালয়ের রুম বৃদ্ধির ফলে পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক স্কিমের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		গৃহীত মোট স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	১৩	০৪	১৭	০৮	-	০৮	১৫১.০০	১৩৩.৯১	১৩৩.৯১	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	২০	০২	২২	১৩	-	১৩	৪০৯.২৩	৪১১.৩১	৪১১.৩১	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	৪৪	০৫	৪৯	২০	০১	২১	৪২৪.৪৪	৪৭৪.৪৬	৪৭৪.৪৬	১০০%	১০০%
৪.	সমাজ কল্যাণ	৭০	১৩	৮৩	২৭	-	২৭	৭৭৬.৬০	৭৯৯.৩০	৭৯৯.৩০	১০০%	১০০%
৫.	ভৌত অবকাঠামো	৯২	১৯	১১১	৪৭	-	৪৭	১১৩৮.৭৩	১১৩৭.০৭	১১৩৭.০৭	১০০%	১০০%
মোট=		২৩৯	৪৩	২৮২	১১৫	০১	১১৬	২৯০০.০০	২৯৫৬.০৫	২৯৫৬.০৫		

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.	কৃষি	বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ছাংও পাড়া বাঁধ নির্মাণ	১৫.০০	বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বাড়ানো কমানো সম্ভব হবে। এলাকা সুরক্ষাসহ কৃষি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে
২.		বান্দরবান সদর উপজেলার হাপাইহ্যাং মৌজার দ্রাব্র্যোং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	১৫.৪৯	ঐ
৩.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী পেনেদং পাড়া, ক্যবু পাড়া, দুলু ম্রো পাড়াতে জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	১৭.০০	পানি সংকট দূর হবে
৪.		থানচি উপজেলার ২নং তিন্দু ইউনিয়নের অংখোয়াইপ্রু পাড়া জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ। (পরিবর্তিত নাম: থানচি উপজেলার ০২নং তিন্দু ইউনিয়নের চাইখোয়াই হ্লা কারবারী পাড়া জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ)	১৫.০০	ঐ
৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার হানসামা পাড়া নি সাইং মং ঘোনা ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	১৫.০০	বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বাড়ানো কমানো সম্ভব হবে। এলাকা সুরক্ষাসহ কৃষি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৬.	কৃষি	লামা উপজেলার মধুঝিড়ি বিদ্যুৎ অফিসের পুকুর সংস্কার	১০.০০	মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হবে
৭.		আলীকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের পাট্টাখাইয়ার সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: লামা উপজেলার লামা মুখ মসজিদের বাউন্ডারী ওয়ালসহ মাঠ আর.সি.সি ঢালাইকরণ)	১০.০০	ধর্মীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৮.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম সদর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের থানা পাড়া, চসুইম মাস্টারের বাড়ীর পাশে ঝিড়ি সংস্কার ও বাঁধ নির্মাণ	২০.০০	বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি বাড়ানো কমানো সম্ভব হবে। এলাকা সুরক্ষাসহ কৃষি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে
৯.	যাতায়াত	বান্দরবান সদর উপজেলার চিম্বুক সড়ক হতে বসন্ত পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
১০.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান-কেরাণীহাট সড়কের যৌথ খামার হতে কানাপাড়া পর্যন্ত সড়ক সংস্কার এবং প্রতিরোধক কাজ	৭৪.০০	মাটি রক্ষা হবে পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
১১.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা ১নং ওয়ার্ডস্থ এলাকায় ১টি ব্রীজ নির্মাণ	৬৫.৫০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
১২.		আলীকদম উপজেলার চিনারি দোকান হতে মেজর জামান পাড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (এইচ.বি.বি) ও প্রতিরোধক কাজ	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
১৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার জামছড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারে উঠার আর.সি.সি. রাস্তা নির্মাণ	১৫.০০	ধর্মীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার যৌথ খামার এলাকায় বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ রাস্তা নির্মাণ	২০.০০	ঐ
১৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার জয়িতা বান্দরবান অফিসে যাওয়ার জন্য আর.সি.সি. রাস্তা নির্মাণ	২৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
১৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলা হাপাইগাই পাড়া ব্রীজ হতে কাইন্তারমুখ পাড়া পর্যন্ত এবং কাইন্তার মুখ বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
১৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বাঘমারা পূর্ব পাড়ায় বিভিন্ন গলিতে পাকা রাস্তা ও সিঁড়ি নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
১৮.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি কলেজের সংযোগ সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ	৩০.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১৯.	যাতায়াত	লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদ হতে তেলুনিয়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে
২০.		লামা উপজেলার হরিণ ঝিড়ি মারমা পাড়া হতে কলাবুড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৫০.০০	ঐ
২১.		লামা উপজেলার মাতামুহুরী ব্রীজের প্রতিরোধকসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১০৭.০০	ঐ
২২.	শিক্ষা	বান্দরবান সদরে ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের ২য় তলা ও ৩য় অবশিষ্টাংশ নির্মাণ	৩২.৭৫	পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
২৩.		বান্দরবান সদরে বান্দরবান কলেজে অডিটরিয়াম নির্মাণ	৫৪.৪০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
২৪.		রোয়াংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং ইউনিয়নের কচ্ছপতলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	৩২.৩৯	পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
২৫.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ভবন নির্মাণ (২য় তলা)	২৭.৮০	ঐ
২৬.		লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালি ইউনিয়নের হারগাজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ (দ্বিতল ভবন)	৩০.০০	ঐ
২৭.		লামা উপজেলার লুলাইং স্কুলের আধাপাকা ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০.৬০	ঐ
২৮.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম ইউনিয়নের তম্বু জুনিয়র হাইস্কুলের ভবন নির্মাণ	২৭.২৪	ঐ
২৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ফ্রাংকো হিল চাইল্ড হোম হোস্টেলের ২য় তলা নির্মাণ	২৫.০০	ঐ
৩০.		বান্দরবান সদরে কালেক্টর কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ	৩৫.০০	ঐ
৩১.		বান্দরবান সদর উপজেলার হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ভবন নির্মাণ	৩২.৭১	ঐ
৩২.		বান্দরবান সদর উপজেলার উদালবনিয়া হাইস্কুলের স্কুল ভবন নির্মাণ	৫০.০০	ঐ
৩৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার ব্রিগেড অফিসের সামনে বালাঘাটা চিত্রা সেন বৈদ্য পাড়া এলাকায় ছাত্রাবাসে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৩০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৩৪.	শিক্ষা	থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী অংহ্য খুমী পাড়ায় খুমী হোস্টেল নির্মাণ	২০.০০	পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
৩৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বাগমারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী রুম নির্মাণ	২৫.০০	পড়াশুনা সুযোগ সৃষ্টি হবে
৩৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ	২৫.০০	ঐ
৩৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বটতলী বেক্ষ্যং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে আসবাবপত্র সরবরাহসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৩৮.		লামা উপজেলার ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কুমারী দারুচ্ছুন্নাহ্ তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবন নির্মাণ	৩০.০০	পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
৩৯.		লামা উপজেলার ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের কমিউনিটি সেন্টার ইসলামিয়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ২য় তলা নির্মাণ	২৫.০০	ঐ
৪০.		লামা উপজেলার আখিরাম পাড়ায় স্কুল ভবন সম্প্রসারণ (পরিবর্তিত নাম: লামা উপজেলার লামা মাতামুহুরী কলেজে ডাইনিং হল, ওয়াশরুম নির্মাণ এবং ফ্যান সরবরাহকরণ।)	২০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে
৪১.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বড়ইতলী স্কুল দ্বিতলকরণ	২৫.০০	পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
৪২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি কলেজে বই সরবরাহকরণ	১০.০০	ঐ
৪৩.		বান্দরবান সদরে কালাঘাটায় ইসকন মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৪৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার হেডম্যান এসোসিয়েশন ভবনের (৩য় তলায়) কনফারেন্স রুম নির্মাণ	৩৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে
৪৫.		বান্দরবান সদরের উপজাতীয় ঠিকাদার সমিতির দ্বিতল ভবন নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
৪৬.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার দাঁতভাঙ্গা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২৫.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৪৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের কচ্ছপতলী পাড়ায় কচ্ছপতলী জনকল্যাণ সমবায় সমিতির লিঃ এর ঘর নির্মাণ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৪৮.	সমাজ কল্যাণ	রোয়াংছড়ি উপজেলার ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের বম হেডম্যান পাড়ায় গীর্জা ঘর নির্মাণ	২০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৪৯.		আলীকদম উপজেলার রেপার পাড়ী মেজর জামান পাড়া মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
৫০.		আলীকদম উপজেলার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের রেপাড় পাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ	৪০.০০	ঐ
৫১.		আলীকদম উপজেলার আলীকদম সৎসঙ্গ কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণ	২৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে
৫২.		লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী বাজার সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ	২৫.০০	ঐ
৫৩.		লামা উপজেলার বাইশফাড়ি পাড়ায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৫৪.		থানচি উপজেলার দক্ষিণ নাইন্দারী পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
৫৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজবিলা ইউনিয়নের উদাল বনিয়া চাকুরীজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর পাকা অফিস ভবন নির্মাণ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে
৫৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা উপর পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৫৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ১নং রাবার বাগান এলাকায় শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১৫.০০	ঐ
৫৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ১নং রাবার বাগান পুনর্বাসন ত্রিপুরা পাড়া শান্তি রানী ক্যাথলিক গীর্জা নির্মাণ	২৫.০০	ঐ
৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বইক্রী মধ্যম পাড়া চিত্তাসুখা বৌদ্ধ বিহার নবায়ন ও সংস্কার	১৫.০০	ঐ
৬০.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা থলি পাড়া বৌদ্ধ বিহার নবায়ন ও সংস্কার	২০.০০	ঐ
৬১.		বান্দরবান সদর উপজেলার লালমোহন বাগান এলাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৩৫.০০	ঐ
৬২.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের গুংগুরু মধ্যম দলবনিয়া পাড়া মহিলা উন্নয়ন কমিটির সমিতি ঘর নির্মাণ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন সহজতর হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৬৩.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার ৯নং ওয়ার্ডের সিকদার পাড়া মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৬৪.		রুমা উপজেলার ২নং রুমা সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের কৈক্ষ্যং ঝিড়ি বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস ঘর নির্মাণ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৬৫.		থানচি উপজেলার সদরে শান্তি রাজ মিশনের গীর্জা উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মাণ	২০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৬৬.		থানচি উপজেলার বলিপাড়া মুসলিম পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
৬৭.		লামা উপজেলার সরই মসজিদ ভিটায় মসজিদ নির্মাণ	৩০.১৮	ঐ
৬৮.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের ধুইল্যা ছড়ি আব্দুল কাদের জিলানী জামে মসজিদ নির্মাণ	২৫.৩২	ঐ
৬৯.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	৪৫.০০	ঐ
৭০.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান ইউনিট অফিস এর সংস্কার ও সম্প্রসারণসহ আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১৭.২৫	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৭১.		বান্দরবান সদর উপজেলার ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ	৪.০০	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করতে পারবে
৭২.		বান্দরবান সদর উপজেলার অরুণ সারকী টাউন হলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড বক্স সরবরাহকরণ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৭৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার গুংগুরু আগাপাড়া বৌদ্ধ বিহারে ছাদে পেটেনস্টোন ও টাইলসকরণ	১০.০০	ঐ
৭৪.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আখ মাড়াই মেশিন ও ট্রে সরবরাহ (পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এসি সরবরাহকরণ।)	১০.০০	ঐ
৭৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের রাজবিলা তংঞ্চগ্যা পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ফোর টাইলস, সিলিংসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	ঐ
৭৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ছাংও পাড়া শিলক খালের ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যাবে
৭৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ডলুপাড়া স্কুলের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০.০০	ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যাবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৭৮.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার সাধনা বন কুটিরের ভাবনা কেন্দ্র উঠার সিঁড়ি সহ আনুষাঙ্গিক কাজ	১৫.০০	যোগাযোগ সহজতর হবে
৭৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ক্যাংবা পাড়া যুব সংঘ এর ক্লাব ঘর নির্মাণ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৮০.		বান্দরবান সদর উপজেলার জেলা ও দায়রা জজ ভবনে কনফারেন্স রুম নির্মাণ	৩৫.০০	ঐ
৮১.		বান্দরবান সদর উপজেলার জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনে হল রুম নির্মাণ	৩১.০০	ঐ
৮২.		বান্দরবান সদর উপজেলার কোর্ট মসজিদের ওযুখানা ও সিঁড়ি নির্মাণ	১৫.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৮৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার ফায়ার সার্ভিস এলাকায় মসজিদের ওযুখানা, টয়লেটসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০.০০	ঐ
৮৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার পুলিশ লাইন স্কুলের পুকুরে নামার জন্য ছাউনি যুক্ত সিঁড়ি নির্মাণ	১৫.০০	যোগাযোগ সহজতর হবে
৮৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার পুলিশ লাইন গিরিছায়া রেস্ট হাউজ দ্বিতলকরণ	৩৫.০০	প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকট দূর হবে
৮৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার সাংস্কৃতিক সংগঠন রিদম স্কয়ার এর জন্য সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ	১৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৮৭.		বান্দরবান সদরে বাজার মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় নদীর পাড়ে ভবন নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান সদর উপজেলার আমতলী পাড়া মসজিদ নির্মাণ এবং লাল মোহন বাগান এলাকায় তীর্থ স্থান দর্শনের জন্য ওয়াক ওয়ে নির্মাণ	৫৭.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৮৮.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পাওয়ার টিলার সরবরাহকরণ	৩০.০০	কৃষি কাজের সহায়ক হবে
৮৯.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ধান মাড়াই কল সরবরাহকরণ	৫০.০০	ঐ
৯০.		বান্দরবান সদর উপজেলার হিলটপ রেষ্টহাউজের কটেজ ও ভিআইপি- ২নং রুমের আধুনিকায়ন, আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	৩০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৯১.		রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (পরিবর্তিত নাম: রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়ায় বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ।)	৩৪.৫০	পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সহায়ক হবে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৯২.	ভৌত অবকাঠামো	থানচি উপজেলার আইলমারা বৌদ্ধ বিহার টাইলসকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ	১০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
৯৩.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের বড় মদক জাপারাং ত্রিপুরা পাড়াতে নদীর ঘাট হতে পাড়া পর্যন্ত আর.সি.সি সিঁড়ি নির্মাণ	২০.০০	যোগাযোগ সহজতর হবে
৯৪.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী বাজার শেড নির্মাণ	৩০.০০	পাহাড়ী পণ্য সহজেই বাজারজাত করতে পারবে
৯৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলা হাপাইগাই পাড়া যাত্রীছাউনি কাম বিশ্রাম শেড নির্মাণ	১০.০০	এলাকাবাসীসহ ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবে
৯৬.		রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি কলেজের লাইব্রেরী রুম নির্মাণ	২৫.০০	পড়াশুনা সুযোগ সৃষ্টি হবে
৯৭.		রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে টাউন হলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
৯৮.		লামা উপজেলার লামা কেন্দ্রীয় মসজিদের মাঠ আর.সি.সি ঢালাইকরণ (পরিবর্তিত নাম: বান্দরবান জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপসহ প্রজেক্টর সরবরাহকরণ।)	৫.০০	ঐ
৯৯.		লামা উপজেলার মধুঝিড়ি মাস্টার পাড়া বিহারের সিঁড়ি নির্মাণ	১০.০০	যোগাযোগ সহজতর হবে
১০০.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চিউবতলী বাজারে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	৮.০০	এলাকাবাসীসহ ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবে
১০১.		লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের রোয়াজা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সিঁড়ি ও টয়লেট নির্মাণ	১৫.০০	যোগাযোগ সহজতর হবে
১০২.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের চিউরতলী শেখ রাশেল স্মৃতি সংসদ অফিস নির্মাণ	১০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
১০৩.		লামা উপজেলার কুমারী বাজার পুলিশ ফাঁড়ির নির্মাণ	৩০.০০	ঐ
১০৪.		আলীকদম উপজেলার ১নং আলীকদম ইউনিয়নের দোছড়ী বাজারে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ। (পরিবর্তিত নাম: লামা উপজেলার রূপসী পাড়া উত্তর দরদরী হাসপাতাল নয়াপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ)	২০.০০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
১০৫.		আলীকদম উপজেলার ১নং আলীকদম ইউনিয়নের উত্তর আমতলী বায়তুল নুর জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	২০.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১০৬.	ভৌত অবকাঠামো	আলীকদম উপজেলা সদর রেষ্ট হাউজের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	১০.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
১০৭.		নাইংছড়ি উপজেলা সদর মাঠ উন্নয়ন ও গ্যালারী নির্মাণ।	৪০.১২	খেলাধূলা উপভোগ করা সহজতর হবে
১০৮.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৫.০০	বিদ্যালয় সুরক্ষিত থাকবে
১০৯.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের পিছনে ধারক দেয়াল নির্মাণ ও বিজ্ঞান ভবনের সংস্কার	২৫.০০	প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন সহজতর হবে
১১০.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ	৪.০০	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা যাবে
১১১.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের আশারতলী একাদশ ক্লাবের খেলা সামগ্রী ও আসবাবপত্র সরবরাহ (পরিবর্তিত নাম: নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের আশারতলী একাদশ ক্লাব ঘর নির্মাণ।)	১০.০০	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা যাবে
১১২.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সোনাইছড়ি হাইস্কুল, প্রধান সড়ক সংলগ্ন দোকানসহ যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	১০.০০	এলাকাবাসী উপকৃত হবে
১১৩.		রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারে উর্ধ্বমুখীকরণ	৫০.১০	ধর্মীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে
১১৪.		থানচি উপজেলার ডাকছৈ পাড়া ভাঙ্গন রক্ষার্থে ধারক দেয়াল ও ড্রেন নির্মাণ	১৫.০০	এলাকাবাসীদের ঘরবাড়ি সুরক্ষিত থাকবে
১১৫.		লামা উপজেলার ১নং গজালিয়া ইউনিয়নের গজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত সীমানাপ্রাচীর সমাপ্তকরণ	১০.০০	বিদ্যালয় ভবনটি সুরক্ষিত থাকবে
১১৬.		লামা উপজেলার ৭নং ফাইতং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চিউরতলী বাজার কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০.০০	কবরস্থানটি দখলমুক্ত হবে
		মোট	২৯৬৩.৩৫	

বান্দরবান সদর উপজেলার উদালবনিয়া হাইস্কুলের স্কুল ভবন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকাস্থ স্কুলে যেতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক কষ্ট হতো। চাহিদার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা খাতে প্রকল্প/স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি শিক্ষা ভবনের পাশাপাশি ছাত্রাবাসও নির্মাণ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

- **কাজের গুরুত্ব:**

প্রত্যন্ত রাজবিলা ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

- **ফলাফল:**

উদালবনিয়া স্কুল ভবনটি নির্মাণের ফলে উক্ত এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণের ফলে পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নিশ্চিত হওয়ায় পাঠদান সহজতর হয়েছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার প্রসারে নির্মিত ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৩০০ জন (প্রায়)।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

স্কুল ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রেণীকরে সংস্থান করা সম্ভবপর হয়েছে বিধায়, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ভবনটি নির্মাণের জন্য উদালবনিয়া স্কুল এর পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী বাজার শেড নির্মাণ

পাহাড়ের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য যাতে এক জায়গায় বসে বিক্রি করতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বাজার শেড নির্মাণ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পণ্য বিক্রি করলে বিক্রেতাগণ ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় না। বাজার শেড নির্মাণ করার ফলে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সহজতর হয়েছে।

- **কাজের গুরুত্ব:**

দুর্গম রেমাক্রী বাজারে বাজার শেড নির্মাণের ফলে স্থানীয় পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর করে আর্থিক কর্মকান্ড গতিশীল করা।

- **ফলাফল:**

বাজার শেডটি নির্মাণের ফলে স্থানীয় পণ্য বাজারজাত করা সহজতর হয়েছে। দুর্গম রেমাক্রী বাজার স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৬০০ জন (প্রায়)।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

উক্ত স্থাপনাটি নির্মাণের ফলে দুর্গম রেমাক্রী বাজারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগমান হয়েছে। এ মহতী কাজের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানান।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কোড নং ২২১০০১১০০ এর ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি (মাসভিত্তিক)

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৯-২০২০	জুলাই, ২০১৯	৬.৫৭%	০.০০%
২.		আগস্ট	১৩.২৯%	০.০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	২৯.৮৯%	০.০০%
৪.		অক্টোবর	৩৫.২২%	৭.৭৫%
৫.		নভেম্বর	৩৯.৯৪%	১৫.৬০%
৬.		ডিসেম্বর	৫০.০৮%	২৫.২১%
৭.		জানুয়ারি, ২০২০	৫৯.৬০%	৩৪.৬০%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৬৫.৬০%	৪২.১৪%
৯.		মার্চ	৭৬.০৮%	৪৮.৯৯%
১০.		এপ্রিল	করোনা মধ্যেও সীমিত আকারে কার্যক্রম চলমান ছিল	
১১.		মে	৭৮.২৮%	৫৩.৯৭%
১২.		জুন, ২০২০	১০০%	১০০%

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২১	১	২২	১২	-	১২	২৬৩৩.৪২৫	২৬৩৩.৪২৫	২৬৩৩.৪২৫	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	৭	-	৭	৩	-	৩	৩৪৪.২৭	৩৪৪.২৭	৩৪৪.২৭	১০০%	১০০%
৩.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	৯	১	১০	৫	-	৫	৪৭৯.২০৫	৪৭৯.২০৫	৪৭৯.২০৫	১০০%	১০০%
৪.	পানীয় জল	১	-	১	১	-	১	৪৩.১০	৪৩.১০	৪৩.১০	১০০%	১০০%
	মোট=	৩৮	২	৪০	২১	-	২১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০		

২০১৯-২০ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং- ২২১০০০৯০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পে নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.	যোগাযোগ	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজারের সাথে ঝুগুলুক্যা পাহাড় এবং পুরানবস্তী এলাকা সংযোগের জন্য ৩৩৫.০০ মিটার পি,সি গার্ডার ফুট ব্রীজ নির্মাণ	১৩৩০.২৬	যোগাযোগ ব্যবস্থার আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে
২.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজকমুখ মইষপুয্যা হতে সারোয়াতলী পর্যন্ত ৬.০০ কি: মি: এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	৪০০.০০	ঐ
৩.		লংগদু উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি হতে ভাসান্যাদাম ভায়া চাইল্যাতলী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৪৩৭.০০	ঐ
৪.		জুরাছড়ি উপজেলাধীন গ্রামীন সড়ক নির্মাণ	৪৫০.০০	ঐ
৫.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি প্রধান সড়ক হতে বেতছড়ি দোসর পাড়া হয়ে তৈচাকমা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৫০০.০০	ঐ
৬.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নের ওঁড়াছড়ি হতে গোয়াইনছড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	৮০৩.০০	ঐ
৭.		রাজস্থলী উপজেলাধীন কলেজ সড়ক হতে চুশাকপাড়া হয়ে কমলছড়ি পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা এইচবিবি করণ	৩৬০.০০	ঐ
৮.		রাজস্থলী উপজেলাধীন মদন কার্বারী পাড়া হতে মনিঅং কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৬০০.০০	ঐ
৯.		লংগদু উপজেলাধীন কাচালং নদীর উপর ব্রীজ (মাইনীমুখ বাজার হতে গাঁথাছড়া) নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১০৩৫.০০	ঐ
১০.		সদর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি ইউনিয়নে নির্বাণপুর বৌদ্ধ বিহারে যাওয়ার পথে ব্রীজ নির্মাণ	৫০০.০০	ঐ
১১.		সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান পাড়ায় যাওয়ার জন্য ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ	১৩৫.০০	ঐ
১২.		কাপ্তাই উপজেলাধীন বড়খোলা পাড়া রাস্তায় ব্রীজ নির্মাণ	১২৪.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পে নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১৩.	শিক্ষা	বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৭০.০০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া কলেজের একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২৩৫.০০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫.		বরকল উপজেলাধীন জুনোপহর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	১৫০.০০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬.	সমাজকল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটিতে মোনঘর শিশু সদনের একাডেমিতে ভবন ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ	৩২৫.০০	শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দিরের ভবন নির্মাণ	৯০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৮.		রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে গ্যালারী নির্মাণ	২৩০.০০	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		রাইংখ্যং লেকের পারে রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	৬০.০০	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২০.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালীয়া নন্দবংশ আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনাকেন্দ্রে মেডিটেশন হল ঘর নির্মাণ	৬০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২১.	পানীয় জল	বরকল ও কাউখালী উপজেলায় পানি সরবরাহকরণ	১০০.০০	পানীয় জলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
		মোট	৭,৬৭১.৩৬	

রাজস্থলী উপজেলাধীন বাংগালহালিয়া কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টিকরণই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে। বাঙ্গালহালিয়া কলেজ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৭১০ জন। কলেজটিতে দুইতলা এবং একতলা মিলে দুইটি ভবন রয়েছে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, খেলাধূলা, পড়াশোনার নিরিবিলি পরিবেশে দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালনা কমিটি দক্ষতা ও আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের সচেতনতায় প্রতিষ্ঠানটি জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। এ প্রতিষ্ঠানটিতে পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষ শিক্ষকদের অফিস রুম না থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ব্যহত হচ্ছিল। তাই কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এছাড়াও কলেজের ছাত্রাবাস ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হবে। একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের মোট প্রকল্প হয়েছে ২৩৫ লক্ষ টাকা।

- **কাজের গুরুত্ব:**

শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

কলেজের অধ্যক্ষ বলেন যে, কলেজ ভবন তৈরীর ফলে পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লংগদু উপজেলাধীন কাচালং নদীর উপর ব্রীজ (মাইনীমুখ বাজার হতে গাঁথাছড়া পর্যন্ত) নির্মাণ

লংগদু উপজেলাধীন কাচালং নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দীর্ঘ মেয়াদী একটা প্রকল্প। দুর্গম এলাকার সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে। লংগদু উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। এ উপজেলাধীন গাঁথাছড়া, গুলশাখালী, রাজনগর, গাউসপুর, বগাচতর ও ভাসান্যাদম ইউনিয়ন এর জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা ইত্যাদির সেবা প্রদান সহজতর হবে। ব্রিজটি কাজের মোট ব্যয় হয়েছে ১,০৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

- **কাজের গুরুত্ব:**

যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

২০০০ পরিবার।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ফলজ ও কৃষিজাত পণ্যে বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২২	০১	২৩	০৩	-	০৩	২৬৪৮.০০	২৭২৩.০০	২৭২৩.০০	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	০১	-	০১	-	-	-	৭০.০০	৫২.৫০	৫২.৫০	১০০%	১০০%
৩.	পানীয়জল	০২	-	০২	-	-	-	১২৫.০০	৯৩.৭৫	৯৩.৭৫	১০০%	১০০%
৪.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	০৭	০২	০৯	-	-	-	৮০৭.০০	৭৮০.৭৫	৭৮০.৭৫	১০০%	১০০%
মোট		৩২	০৩	৩৫	০৩	-	০৩	৩৬৫০.০০	৩৬৫০.০০	৩৬৫০.০০		

২০১৯-২০ অর্থ বছরের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.		দীঘিনালা উপজেলাধীন মেরুং হতে লম্বাছড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৬৭৯.৫০	রাস্তা নির্মাণের ফলে যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাহাড়ে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজারজাত করা সহজতর হয়েছে সর্বোপরি এলাকারবাসীর জীবনমান বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		পানছড়ি উপজেলাধীন পুজগাং বাজার হতে জুবনাশ্ব পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ	৩০০.০০	ঐ
৩.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তৈলাফাং খালের উপর ৩২.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ	১৭০.৭৫	ঐ
মোট			১১৫০.২৫	

খাগড়াছড়ি সদর, রামগড় ও মাটিরাংগা উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ ও পানি সরবরাহকরণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে রামগড় উপজেলায় কালাডেবা বিলে চাষাবাদের জন্য সেচ ডেইন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহজ বাজারজাতকরণে লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি কাজের পানি ব্যবহারের জন্য সেচ ড্রেইন, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নাধীন কাজের পরিদর্শন করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-পরিকল্পনা (উপসচিব) ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী। এসময় খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- **কাজের গুরুত্ব:**

কৃষি সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৩০০ পরিবার।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

এলাকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডরমেটরী ভবন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করে থাকেন। খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মিত শিক্ষকদের ডরমেটরী ভবন পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (যুগ্ম-সচিব)।

- **কাজের গুরুত্ব:**

আবাসন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **ফলাফল:**

আবাসন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

১৬ জন।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

প্রধান শিক্ষক বলেন যে, ভবনটি নির্মাণ হওয়ায় শিক্ষকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষকগণও পাঠদানের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা		গৃহীত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত		আর্থিক	ভৌত
১.	যোগাযোগ	৩৫	৩	৩৮	৯	-	৯	২৬৬১.০০	২৮১৯.৪৪	২৮১৯.৪৪	১০০%	১০০%
২.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১	-	১	-	-	-	৮০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	৮	২	১০	২	-	২	৫৬৩.৭৫	৫৩৩.৭৫	৫৩৩.৭৫	১০০%	১০০%
৪.	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	৬	-	৬	৩	-	৩	৩৭৫.২৫	৩৭৮.৫৬	৩৭৮.৫৬	১০০%	১০০%
	মোট	৫০	৫	৫৫	১৪	-	১৪	৩৬৮০.০০	৩৭৯১.৭৫	৩৭৯১.৭৫		

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত খাতভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
১.		বোর্ড কর্তৃক বান্দরবানে নির্মিত সড়ক মেরামত ও সংস্কার (২০.০০ কি.মি.) কিবুকছড়া সড়ক শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন	৪৬০.০০	সড়কটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকা জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে
২.		আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে ভরিমুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কি.মি.)	৪৫০.০০	ঐ
৩.		রুমা-মুন্নম পাড়া সড়ক হতে মুলফি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কি.মি.)	৪০০.০০	ঐ
৪.		বাইশারী চাইল্যা তলী ব্রীজ হতে আলীক্ষ্যং পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও ব্রীক সলিং (৩.০০ কি.মি.)	৪৭৫.০০	ঐ
৫.		উজিমুখ হেডম্যানপাড়া হতে কাঠালীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কি.মি.)	৪৫০.০০	ঐ
৬.		থানচি সদর হতে তিন্দু বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (১২.০০ কি.মি.)	১৩০০.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প/স্কিমসমূহ হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার বর্ণনা
৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী বাজার-চাকপাড়া রাজঘাটা ফাঁড়ি খালের উপর আর.সি.সি গার্ডা ব্রীজ নির্মাণ (৭০.০০ মিটার	২৮৬.৩৯	ব্রীজটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকা জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে
৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড হতে নতুন বাস টার্মিনাল যাওয়ার সড়ক উন্নয়ন	৫০০.০০	সড়কটি নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকা জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে
৯.		বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন সড়ক নবায়ন ও সংস্কার (২০.০০ কি.মি.)	৩০০.০০	সড়কটি নবায়ন ও সংস্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে
১০.		রোয়াংছড়ি কলেজের একাডেমিক ভবন, শ্রেণী কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০০.০০	শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
১১.		লামা উপজেলার আজিজনগর চাম্বি কলেজ নির্মাণ	১০০.০০	কলেজের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
১২.		বান্দরবান সদরে শিশু পার্ক উন্নয়ন	২০০.০০	শিশুদের বিনোদনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে
১৩.		বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জি.এফ.এস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ	৪০০.০০	পানি সংকট দূর হবে
১৪.		লামা উপজেলার লামা পৌর বাস টার্মিনাল নির্মাণ	২০০.০০	যাত্রীদের সুবিধা হবে
		মোট	৫,৭২১.৩৯	

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী বাজার-চাক পাড়া রাজঘাটা ফাঁড়ি খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (৭০.০০ মিটার)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিন পার্বত্য জেলায় যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলায় গ্রামীন সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। ব্রিজ, কালভার্টসহ সড়ক নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আকৃতির ড্রেন নির্মাণ করে আসছে। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ সুফল পাচ্ছে।

- **কাজের গুরুত্ব:**

নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ও বাইশারী ইউনিয়নের চাক পাড়াসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ।

- **ফলাফল:**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সাথে বাইশারী ইউনিয়নের বিভিন্ন দুর্গম এলাকার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সেবা সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজতর হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৫০০০ জন (প্রায়)।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

ব্রিজটি নির্মিত হওয়ায় বাইশারী এলাকার জনগণ সহজে উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে পারছে। এজন্য উপকারভোগীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

লামা উপজেলার আজিজনগর চাম্বি কলেজ নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্গম উপজেলাতেও কলেজ ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এর ফলে দুর্গম উপজেলার শিক্ষার্থীদের কলেজ পর্যায়ে পড়ালেখা করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্চে। দুর্গম উপজেলা থেকে সদরের এসে পড়ালেখা করার ঝামেলা থেকে অনেকে মুক্তি পাবে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের খরচ, সময় সবকিছু সাশ্রয় হবে।

- **কাজের গুরুত্ব:**

দুর্গম পাহাড়ি লামা উপজেলায় আজিজনগর চাম্বি কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা।

- **ফলাফল:**

আজিজনগর চাম্বি কলেজ স্থাপনের ফলে স্থানীয় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বার উচ্চ শিক্ষার উন্মোচিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **উপকারভোগীর সংখ্যা:**

৬০০ জন (প্রায়)।

- **উপকারভোগীর মতামত:**

বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজমুখী হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কোড নং ২২১০০০৯০০ এর ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি (মাসভিত্তিক)

ক্রম.	অর্থ বছর	মাসের নাম	অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক
১.	২০১৯-২০২০	জুলাই, ২০১৯	৫.৫০%	০.০০%
২.		আগস্ট	৯.৭৯%	০.০০%
৩.		সেপ্টেম্বর	১৪.৫১%	০.০০%
৪.		অক্টোবর	৩০.৬১%	০.০০%
৫.		নভেম্বর	৩৭.২০%	০.০০%
৬.		ডিসেম্বর	৪৭.০১%	১২.৭৩%
৭.		জানুয়ারি, ২০২০	৬১.৮৬%	২১.৭৬%
৮.		ফেব্রুয়ারি	৬১.৯০%	২৪.৬৮%
৯.		মার্চ	৬১.৬৭%	৪৫.২৯%
১০.		এপ্রিল	করোনা মধ্যেও সীমিত আকারে কার্যক্রম চলমান ছিল	
১১.		মে	৭৬.৯১%	৪৭.৫৫%
১২.		জুন, ২০২০	৯৯%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অগ্রগতি বিবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প

- **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্পটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য এলাকার নারীরা তথা সাধারণ জনগণ যাতে প্রধান বা মূল স্রোতধারার সাথে সমানভাবে এগিয়ে গিয়ে দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে নারীরা তাদের অবস্থান আরো গুরুত্বসহকারে তুলে ধরতে পারে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

* পার্বত্যঞ্চলে বাঁশ চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাঁশ চাষের আওতা বৃদ্ধিকরণ;
* বাঁশভিত্তিক রপ্তানীমুখী কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি;
* ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো;
* বাঁশ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয়রোধ/পাহাড় ধ্বস/ ভূমিধ্বস হ্রাস করা।

* **প্রকল্পের মেয়াদ:** ২০১৬ জুলাই হইতে জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।
* **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৩৭৮.০০ (লক্ষ টাকায়)।
* **প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকা:** তিন পার্বত্য জেলায় ২৬টি উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম রয়েছে।

* রাঙ্গামাটি জেলা: ১০টি উপজেলা (রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, বরকল, লংগদু, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, নানিয়ারচর, রাজস্থলী, কাপ্তাই, কাউখালী)।
* বান্দরবান জেলা: ৭টি উপজেলা (বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি, থানচি, নাইখ্যংছড়ি, রুমা)।
* খাগড়াছড়ি জেলা: ৯টি উপজেলা (খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাংগা, রামগড়, লক্ষ্মীছড়ি, গুইমারা)।

* **২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ও ব্যয়:**
  * বরাদ্দ: ২৬৭.০০ (লক্ষ টাকায়)।
  * ব্যয়: ২৫৮.৬০ (লক্ষ টাকায়)।
  * অব্যয়িত অর্থ: ৮.৪০ (লক্ষ টাকায়)।

বাঁশ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কমূসূচী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপকারভোগীদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। সাথে আছেন বোর্ডের বাঁশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম, সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া এবং আশিকা নির্বাহী পরিচালক প্রমুখ।

* **২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জিত ফলাফল:**

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যয় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৮%। এ পর্যন্ত ১৩০০০ জন উপকারভোগীকে ৩০,৫৫,০০০টি বাঁশের চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগিদের অনেকের সৃজিত বাঁশ বাগানের বাঁশ বড় হয়েছে, বিশেষ করে উর্বর জমির বাঁশগুলো বড় হয়েছে। অনধিক ২-৩ বছরের মধ্যে বাঁশ পরিপক্ক হলে উপকারভোগীরা তাদের সৃজিত বাঁশ বাগান থেকে বাঁশ বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় শুরু করতে পারবে। এতে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে পার্বত্যঞ্চলে বাঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অত্রাঞ্চলে হ্রাসকৃত বাঁশের ঘাটতি পূরনের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাঁশ বাগান সৃজনের জন্য উপকারভোগী ছাড়াও বাঁশ বাগান সৃজনে অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০ জন উদ্যোক্তা নির্বাচনের মাধ্যমে বাঁশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের ৩য় ধাপে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের মাঝে ২য় ধাপে বিভিন্ন সার প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প

- **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** ১। ১৩০০টি গাভী বিতরণ;
  ২। ১৩০০টি গাভীর শেড স্থাপন;
  ৩। ১৩০ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
  ৪। ১৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান;
  ৫। ১৩০০টি Fodder Plot তৈরি।
- **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল:** ক) শুরুর তারিখ: জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.
  খ) সমাপ্তির তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.
- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** মোট: ১২৭৯.০০; জিওবি: ১২৭৯.০০।
- **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আসামবস্তি এলাকা উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের মূল বরাদ্দ ছিল ৩১০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপিতে অতিরিক্ত ১৬৪.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট বরাদ্দ হয় ৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। প্রাপ্ত বরাদ্দে মোট ৬৩০টি গাভী বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৫০টি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৯০টি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১৯০টি। এছাড়াও ৬৩০টি গাভীর শেড নির্মাণ, ৬৩০টি Fodder Plot তৈরি এবং ৬৩০ জন উপকারভোগীকে গাভী পালন বিষয়ে ০৩ (তিন) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিগত ০৩ (তিন) বছরে বিতরণকৃত গাভী এবং প্রাপ্ত বাছুরের নিয়মিত টিকা ও ভিটামিন স্ব স্ব জেলার সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সহায়তা প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১২টি গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩টি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে। কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাছুরের সংখ্যা ১৬৭টি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প

- **পটভূমি:**

পার্বত্যাঞ্চলের মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার রোধ, পুষ্টিমান উন্নয়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ, শিশু শিক্ষা, প্রাক-শৈশব উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন ও কমিউনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার হার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ৩ পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার ১১৮টি ইউনিয়নের ৩৬১৬টি গ্রামের ১,৬০,০০০টি পরিবারের জন্য (যাদের ৭০% উপজাতীয় সম্প্রদায়) মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পর পাড়াকেন্দ্রভিত্তিক সামাজিক সেবা অব্যাহত রাখা এবং এর স্থায়ী কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই সামাজিকসেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীন এলাকায় প্রায় শতভাগ মানুষকে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে এ অঞ্চলের জীবনমান ও সামাজিক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তব্য নির্ভর উপকরণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুসরণ করে পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। পাড়ায় এটি ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস ডেলিভারী আউটলেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাড়াকেন্দ্র নিম্নবর্ণিত কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক) ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশব যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দান।
খ) গর্ভবতী, প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ দান।
গ) প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম।
ঘ) স্বল্পব্যয়ী ও যথোপযুক্ত জীবন নির্বাহী কৌশল ও পদ্ধতির প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ।
ঙ) শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার ও নারীর অধিকার বিষয়ক ধারণা প্রদান ও কম্যুনিটি সদস্যদের এসব বিষয়ে আচরণগত পরিবর্তন সাধন।
চ) কম্যুনিটির হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ।
ছ) কম্যুনিটি সভা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সামাজিক কাজে ব্যবহার।

স্থানীয় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকেন্দ্রটি পরিচালনা করেন। ৭ সদস্য বিশিষ্ট পাড়াকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি পাড়াকেন্দ্রের যাবতীয় কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সহায়তা করেন।

বৃক্ষরোপনের জন্য প্রস্তুতকৃত চারাসমূহের একাংশ।

• পাড়াকেন্দ্র নেটওয়ার্ক:

বর্তমানে ৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় ১২১টি ইউনিয়নে ৪৩০০টি পাড়াকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। খুব সহসা পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৫০০০ এর মাইলফলক স্পর্শ করবে।

• ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

ক) পাড়াকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও সংস্কার:

চলতি অর্থ বছরে ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫০০ টিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ৪৫০০ পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৮৯,০০০ পরিবারকে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছর ১৪২২টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে পাড়াকেন্দ্রসমূহ অধিকতর শিশুবান্ধব ও টেকসই হয়েছে।

খ) প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন:

প্রতিবেদন বছরে ৪০০০ পাড়াকর্মীকে স্বল্প মূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা উপদ্রুত বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় ৬০ জন পাড়াকর্মীকে দুর্যোগকালীন পানি ও পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জন প্রকল্প কর্মকর্তা, ১২৫ জন পাড়াকর্মী ও ২৫ জন মাঠ সংগঠককে জীবনব্যাপী শিক্ষা (LSBE) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬২৫ কিশোর-কিশোরী দলনেতাকে পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিণ প্রদান করা হয়েছে। ১৩০ জন কিশোর-কিশোরী দলের দলনেতাকে Online safety and safe Internet USE বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০০ জন নব নিযুক্ত পাড়াকর্মীকে ১৭ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১০৫০ জন পাড়াকর্মী ও মাঠ সংগঠককে Positive Parenting বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ৩-৬ বছর বয়সী ৫৪,৪৪২ জন শিশু শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি বছর পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা সম্পন্ন ১৫,৭৩০ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থার ৮১ জন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ECD Policy বাস্তবায়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান প্রদান করা হয়েছে। ৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্যোগ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রমের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা:

প্রকল্পভুক্ত ১,৮৯,০০০ পরিবারের ১১,৯০১ শিশু, ১৬,০১৯ জন ১৪-৪৯ বছর বয়সী মহিলা ও ৭৩১৩ জন গর্ভবর্তী মহিলাদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পরিবারের ৭২২৩ জন গর্ভবর্তী মহিলাকে রুটিন চেকআপ, নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৪৮৩০০ কিশোরীকে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ঙ) পুষ্টি সেবা:

১,৮৯,০০০ পরিবারের ১৯,১৯৯ অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুর সুষম খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭,৩১২ জন গর্ভবতী মহিলা, ৭,০৩০ জন স্তন্যদানকারী মা, ৪৬,২২৪ জন কিশোরীকে নিয়মিতভাবে আয়রণ বড়ি সেবন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭,০৪৪ জন প্রসূতি মা'কে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ১৯,১৯৯ জন অনুর্ধ ৫ বছরবয়সী শিশুর নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি ও অপুষ্টি পরিমাপ করে অভিভাবকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুর ১ম ১০০০তম দিনের গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়ে মা, বাবা ও শিশু লালন-পালনকারীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ৫৪,৪৪২ জন শিশুকে প্রতিদিন ৫০ গ্রাম উচ্চ ক্যালরীযুক্ত বিস্কুট খাওয়ানো হয়েছে। ১,৬০০ পাড়াকেন্দ্রে ওজন পরিমাপক স্কেল, উচ্চতা পরিমাপক স্কেল, রেকর্ড কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। WFP এর সহায়তায় ৪,০০০ পাড়াকেন্দ্রেও ৫৪,০০০ শিশুর জন্য জনপ্রতি ২ কেজি খেজুর বিতরণ করা হয়েছে।

চ) পানি ও পয়:ব্যবস্থা উন্নয়ন:

বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৬টি পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় ৪০টি ল্যাট্রিন, ১২টি রিংওয়েল ও ২৬টি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন নির্মাণ এবং ২৭টি রিংওয়েল ও ৪টি হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন সংস্কার করা হয়েছে। ৩ পার্বত্য জেলায় ২২টি উপজেলায় ৮৬ টি নলকূপ, ৮০টি স্বল্পব্যয়ী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ৩০টি হ্যান্ডওয়াশ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

জ) শিশু সুরক্ষা:

পাড়াকেন্দ্র ভুক্ত অনুর্ধ ১৮ বছর বয়সী ও পাড়াকেন্দ্রের শিশুদের জন্ম নিবন্ধের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ১২৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের পিয়ার লিডারদের জীবনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২৮টি ক্লাবে নিয়মিতভাবে কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়নের জন্য সেশান পরিচালনা করা হয়েছে। ১০৮টি ক্লাবের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়ায় কিশোর-কিশোরী দলের সদস্যগণ বৃক্ষরোপন, পাড়া পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। ৩ পার্বত্য জেলায় কিশোর-কিশোরী সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

ঝ) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ:

৩ জেলা, ৬টি উপজেলায় ও ১৪টি ইউনিয়নে মা ও শিশুদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ১৫টি জীবন রক্ষাকারী আচরণ ও চর্চা বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রথাগত নেতৃত্ব, ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রে সিফরডি কর্মসূচী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় জীবন রক্ষাকারী তথ্য সম্বলিত ৩৪টি ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ২৬ উপজেলায় ১২১টি ইউনিয়নের সার্ভিস ম্যাপ হালনাগাদ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস, বিশ্ব হাতধোয়া দিবস, কৃমিনাশক দিবস ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ৭টি উপজেলায় কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মাপেট শো আয়োজন করা হয়েছে।

ঞ) পাড়াকেন্দ্রে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন:

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১২১টি ইউনিয়নে শিশু-কিশোর মেলা আয়োজন হয়েছে। ১৭ মার্চ একযোগে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর জীবনী পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ১৫-১৯ মার্চ ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে হাতধোয়া অনুশীলন, পাড়া পরিচ্ছন্নকরণ, কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ ও "১০০০ সোনালী দিন" বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রেও ৫৪,৪৪২ জন শিশুদের জন্য শীতের পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ১,৪০,০০০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন

ট) কোভিড- ১৯ মোকাবেলায় বিশেষ কর্মসূচী:

৪৩০০ পাড়াকর্মী, ৪৩০ জন মাঠ সংগঠক, ৭২ জন সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও ২৬ উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে করোনা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতামূলক বিশেষ উঠান বৈঠব আয়োজন ও বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। "আমার শিশু ঘরে থাকে ঘরে শেখে" বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও শিখন পদ্ধতির উপর গাইড লাইন বিতরণ করা হয়েছে। সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে পাড়াকেন্দ্রের শিশুদের জন্য শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রচারের জন্য লিফলেট, পোস্টার, দেয়াল লিখন ও বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। শিশুদের নিয়মিত পুষ্টি পরিমাপ ও পরামর্শ দান করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রে নিয়মিত টিকাদান, নবজাতক ও প্রসূতিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ দান করা হয়েছে। কিশোরী গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের জন্য আয়রণ বড়ি বিতরণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য উচ্চ ক্যালরীযুক্ত বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০০ পরিবারের মধ্যে শাক-সবজির বীজ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমানে টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় চলমান একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পটিতে ইউনিসেফ আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে। এ প্রকল্পের মূল আকর্ষণ হলো পাড়াকেন্দ্র। এ পাড়াকেন্দ্রের ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। পাড়াকেন্দ্রের আবার কিশোর-কিশোরী ক্লাব থাকে। কিশোর-কিশোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তারা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, ইভটিজিং প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ করানো, কিশোরী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বয়:সন্ধিকাল সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে রোয়াংছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পরিচালক Ms Jean Gough এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি Mr Tomoe Hozumi প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, রোয়াংছড়ি উপজেলা ইউএনও এবং এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মডেল পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের আওতায় স্থায়ী কাঠামোতে মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা যাচ্ছে। একই আকৃতিতে তিন পার্বত্য জেলায় প্রত্যেক উপজেলায় মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইউনিসেফের সহযোগিতায় এ মডেল পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় প্রায় শতভাগ মানুষকে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে এ অঞ্চলের জীবনমান ও সামাজিক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বেশ কয়েকটি মডেল পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন করেছে। নিম্নে মডেল পাড়াকেন্দ্রের আলোকচিত্র তুলে ধরা হল:

জুরাছড়ি উপজেলাধীন রাস্তা মাথা মডেল পাড়াকেন্দ্র

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে জুড়াছড়ি উপজেলাধীন রাস্তা মাথা মডেল পাড়াকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ চরপাড়া মডেল পাড়া কেন্দ্র

২৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখে খাগড়াছড়ি সদরস্থ চরপাড়া মডেল পাড়া কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।
এ সময় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কংজরী চৌধুরী, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি সদর জনাব শানে আলম, পৌরসভা মেয়র জনাব রফিকুল ইসলামসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রুমা উপজেলায় মুনলাই মডেল পাড়া কেন্দ্র

৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলায় মুনলাই মডেল পাড়া কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।
এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পরিচালক Ms Jean Gough এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি Mr Tomoe Hozumi সহ ইউনিসেফের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ (১ম সংশোধিত)

• প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫%। সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। এ এলাকার জমি ফলের বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায়, এখানে উদ্যান ফসল আবাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

•প্রকল্পের মেয়াদ: মূল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রি. (১ম সংশোধিত-জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ খ্রি.)।

• মোট প্রকল্প ব্যয়: মূল- জিওবি-৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা), (১ম সংশোধিত-৬৩৫০.০০ (লক্ষ টাকা)।

• প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ৫,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ২,৫০০টি ১.৫ একরের এবং ২,৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

কৃষকের সৃজিত মিশ্র ফলের বাগান

• ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে (লক্ষ টাকায়)	অর্থ অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১০০৭.০০	৬৫৫.৫০	৩০০.৬৪	মন্তব্য

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১,৬৪৫টি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১,৫১০টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১,৮২৫টি সর্বমোট ৫,০০০টি মিশ্র ফলের বাগান সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাগানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বাগানে ফলন আসা শুরু করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেহবাহুল ইসলাম মহোদয় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পের সৃজিত বাগান পরিদর্শনের একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ শীর্ষক প্রকল্প

- **প্রকল্পের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

এ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৩৬০ জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৩০০ জন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩৪০ জন সর্বমোট ১,০০০ জন কৃষক নির্বাচন করে। নির্বাচিত কৃষকদেরকে নির্ধারিত মসলার চারা-কলম, ট্যাবলেট সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন প্রজাতির সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিজন কৃষককে মসলা গাছ রোপন পদ্ধতি ও পরিচর্যাকরণ বিষয়ে ০১ দিনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ" শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:**

* পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
* উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি সাধন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি;
* পার্বত্যাঞ্চলে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
* মসলার আমদানি হ্রাসকরণ এবং মানসম্পন্ন মসলা উৎপন্ন করে দেশীয় চাহিদা পূরণ।

- **মূল কার্যক্রম:**

* ২,৬০০টি উচ্চ মূল্যের মসলা বাগান সৃজন;
* ২,৬০০টি জৈব সারের পিট তৈরিকরণ;
* ২,৬০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:** ক) শুরুর তারিখ-অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি.; (খ) সমাপ্তির তারিখ- জুন, ২০২১ খ্রি.
- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):** মোট-৩৪৮৭.২৫, জিওবি-৩৪৮৭.২৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ৫,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ২,৫০০টি ১.৫ একরের এবং ২,৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:**

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে (লক্ষ টাকায়)	অর্থ অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১৩৬৩.০০	১১২৩.০০	১০০৭.০০	

কৃষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এনডিসি।

উপকারভোগীদের মাঝে চারা-কলম বিতরণের একাংশ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-১ম সংশোধিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে উচ্চ পাহাড় বেষ্টিত জেলা বান্দরবান অন্যতম। এর মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে এখানে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতর পর্যায়ে। সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছার প্রায় দুরূহ ব্যাপার। সে প্রেক্ষিতে উক্ত জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো-বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০ পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন।
- **মেয়াদকাল:** অক্টোবর'২০১৬ হতে জুন' ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** ৪৩৬৮.০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬২.৬২%।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি রাস্তা নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন।

- **বাস্তবায়ন অগগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে ৪.৫০ কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক ও প্রায় ৪৬.০০ মিটার সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে এ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলার সরই ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসানভিটা রাস্তার মাথা পর্যন্ত (৫.৫০ কি.মি.) রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

• **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** রোয়াংছড়ি ও রুমা বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুটি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক, এ দুই উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এখানে বাঙ্গালিসহ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও জাতিসত্তার বসবাস। নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ। সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুরূহ। ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এই উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রস্তাবিত সড়কটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে বান্দরবান সদর হয়ে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৭৪.০০ কি.মি.। উক্ত রাস্তাটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি থেকে রুমার দূরত্ব ২২.০০ কি.মি. এ দাঁড়াবে এতে সময় এবং দূরত্ব কমবে। কারণ রুমা হতে রোয়াংছড়ি উপজেলায় যাতায়াতের জন্য বান্দরবান সদরে আসার প্রয়োজন হবে না।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন ঘটিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।

• **মেয়াদকাল:** অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা।

• **২০১৬-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** ১৬৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৫.৪৩%।

• **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ১০৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০৯৭.০০ লক্ষ টাকা।

• **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

• **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৫০০ পরিবার।

• **প্রকল্পের গুরুত্ব :** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

• **বাস্তবায়ন অগগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। ফেক্সিবল পেভমেন্ট (সাব বেইস=৯.১ কি.মি., ম্যাকাডাম=৯.১ কি.মি., সোল্ডারিং/এইচ.বি.বি=১৩.৭৯ কি.মি. ও কার্পেটিং=১.০০ কি.মি.), মাটিকাটা ও ফিলিং=৪৯৭০০.০০ ঘনমিটার, ড্রেন=৬০০০.০০ মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল=৭০.০০ মিটার এবং ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল=১৬২.০০ মিটার সমাপ্ত হয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ কাজের তদারকি করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল আজিজ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প

- **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া ও বৈদ্যপাড়া এলাকায় সাংগু নদীতে প্রস্তাবিত ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ করে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। বান্দরবান রুমা-থানচি সড়কের সাথে বৈদ্যপাড়া, কাইন্তারমুখ পাড়া ও পাগলাছড়া হয়ে রোয়াংছড়ি সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন। থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় সাংগু নদীতে এবং থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় জ্ঞানলাল পাড়া সংলগ্ন সোনাখালের উপর প্রস্তাাবিত ব্রীজ নির্মাণ করে প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। থানচি-বান্দরবান সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থানচি উপজেলা সদর, রুমা বগালেক সড়ক এবং বান্দরবান জেলা সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি ও রুমা উপজেলায় ০৭টি ইউনিয়নের ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাঙ্গালীসহ প্রায় ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ৩৩৯.৮৭২ মিটার পি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, ৮০.০০ মিটার আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ এবং ৪.৫০ কি.মি. ব্রীক পেভমেন্টের কাজ সম্পাদন।

- **মেয়াদকাল:** জুলাই, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা।

- **২০১৬-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** .০০ লক্ষ টাকা এবং ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬.০৩%।

- **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) পরিবার।

- **প্রকল্পের গুরুত্ব :** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

- **বাস্তবায়ন অগগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। পিসি গার্ডার ব্রীজ থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় (২টি এবাটমেন্টের পাইলিং এর কাজ সমাপ্ত)। আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ থানচি উপজেলার জ্ঞানলালপাড়া সোনাখালী খালে (১টি এবাটমেন্ট, ৩টি পিয়ার বেইসের পাইলিং সমাপ্ত এবং ৩টি পিয়ার বেইস, ১টি এবাটমেন্ট বেইস সমাপ্ত ও এবাটমেন্টের ওয়ালের ২.০০ মি. ও পিয়ারের ৩.০০ মি. সমাপ্ত)।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণের একাংশ।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প-১ম সংশোধিত

- **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ৪,৪৬৬টি পরিবার-এর সাথে উপজেলা সদর দপ্তরের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ঘটানো। স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবন মানোন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।
- **মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৬ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৬৫১.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৬-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** ৩৮৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৮.৩১%।
- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** বরাদ্দকৃত ৭৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ছাড়কৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০%।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৪,৪৬৬টি পরিবার।
- **প্রকল্পের গুরুত্ব:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
- **বাস্তবায়ন অগগ্রগতি:** ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৬.৬৬%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অধীনে ৪.৯৫ কি.মি. এইচ.বি.বি সড়ক ও প্রায় ২০.০০ মিটার সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৪ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে এ প্রকল্পের আওতাধীন লামা উপজেলায় ফাসিয়াখালী গুলিস্তান বাজার হতে কমিউনিটি সেন্টার হয়ে বনপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তার রংখোলা ঝিড়ির উপর ৬০.০০মিটার আর.সি.সি গার্ডার এবং ব্রীজ ও রাস্তা ৫.৫০ কি.মি. খালের উপর ৬০.০০ মিটার দীর্ঘ আর.সি.সি সেতু এবং গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মহোদয় উদ্বোধন করেন।

প্রকল্প কাজের তদারকি করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

• **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** বিজয় নগর এলাকাটি রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাভূক্ত হলেও কর্ণফুলী হ্রদ এলাকাটিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিজয় নগর এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় ১,২০০ জন। নিজস্ব অর্থায়নে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরী ব্রীজ দিয়ে মূল শহরের বাজার, স্কুল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুবিধাদি সরবরাহের জন্য একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। সেতুটি নির্মিত হলে জেলা সদরের সকল সুবিধা ও সেবা এই বিচ্ছিন্ন জনপদে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পুনর্বাসন গ্রামে সেতুটি নির্মিত হলে পুনর্বাসন পাড়ার ৫০০ পরিবারের সাথে চাইংখ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারাইছড়ির সংযোগ স্থাপিত হবে। বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলগুলোর মধ্যে যাতায়াত সহজতর হবে। রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া (নাইক্ষ্যছড়া)-নারানগিরি বড়পাড়া রাস্তাটি রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের নাইক্ষ্যছড়ার সাথে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের চাইক্ষ্যং পাড়া, উপর নারাইছড়ি, নীচ নারইছড়ি, পুনর্বাসন পাড়া গবছড়া হয়ে নারানগিরি বড় পাড়ার সাথে পায়ে হাঁটা মেঠো পথ। শুষ্ক মৌসুম ছাড়া বর্ষা মৌসুমে রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। রাঙ্গামাটি জেলায় বাঙ্গালহালিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেপে, আনারস, লেবু, আদা, হলুদ, কাঁচা মরিচ, পেয়ারা, কমলা ইত্যাদি বিপণনের জন্য আনা সহজতর হবে। রাস্তাটি নির্মিত হলে বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের ১১,৫৪১ জন জনমানুষের কৃষি পণ্য যথা- সরিষা, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আদা, হলুদ, লেবু আনা সহজতর হবে।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

• **মেয়াদকাল:** জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১।

• **প্রকল্প এলাকা:** রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

• **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ৪৭২.৫০ লক্ষ টাকা।

• **প্রকল্পের কম্পোনেন্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের গৃহীত কাজের অগ্রগতি:** রাস্তা ও একটি ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ব্রিজটি পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ (উপসচিব)।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ

- **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ২,৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৬,১৩,৯১৭ জন। অন্য দু'টি পার্বত্য জেলার তুলনায় এ জেলায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশী। জেলায় মোট উপজেলা সংখ্যা ০৯টি এবং ইউনিয়ন সংখ্যা ৩৪টি। প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। এই অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো কষ্টকর। কৃষক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বিবেচনায় প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটবে এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে সহজতর হবে।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- **মেয়াদকাল:** জানুয়ারী, ২০১৭ - জুন, ২০২১।
- **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা, মহালছড়ি উপজেলা, গুইমারা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৭৪৬৯.৮৫ লক্ষ টাকা।
- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ৫২১.৫০ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্রহীত কাজের মধ্যে রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণ প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের সুফল পেতে শুরু করেছে।

এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত রাস্তা কাজের একাংশ।

তিন পার্বত্য জেলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং ২২১০০০৯০০ এর আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহ

রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

• **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রারমান ও সংস্কৃতি দেশের অনান্য অঞ্চল হতে সর্ম্পূণ ভিন্ন। এ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা দুর্গম এবং একটি জনবসতি হতে অন্য জনবসতি প্রায় যোগাযোগ বিছিন্ন। ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি এবং জীবন যাত্রারমান নিম্নমানের। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় শিক্ষার হার ও কম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প নামে ১৯৮০-৮১ সাল হতে ১৯৯৫ সাল মেয়াদে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ৫২ কোটি ১৯ লক্ষ ব্যয়ে ২০০০ পরিবার (১ম পর্যায়), ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ২০০৭ সাল মেয়াদে ৪৩ কোটি ব্যয়ে ১০০০ পরিবার (২য় পর্যায়), এবং ১৯৯৮-৯৯ সাল হতে ২০১০-১১ সাল মেয়াদে ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০০ পরিবারসহ সর্বমোট ৩৩০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা এবং ১৩,২০০ একর রাবার বাগান ও ৫,৬০০ একর ফলসমূহের বাগান সৃজন করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা এবং তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ১ম পর্যায়ের প্রকল্পটি ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হলে একটি উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সিএম ইউ) নামে পরিচালিত হচ্ছে।

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

১। উচুঁভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ২৫০০ একর পতিত ভূমিতে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে এর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিতকরণ।

২। রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উপকারভোগীদের ২৫০০ একর পতিত ভূমিতে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।

৩। পানীয়জলের অভাব দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে উচুঁভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন।

৪। উপকারভোগীদের ২৫০০ একর পতিত ভূমিতে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দূরীকরণ।

৫। ২টি রাবার প্রক্রিয়া জাতকরণ কারখানাসমূহের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রতিস্থাপন করে এবং কারখানার স্থাপনাসমূহ মেরামত করা।

• **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি,রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১,৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

• **উপকারভোগীদের সংখ্যা:** ৩,৩০০ পরিবার।

• **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ৯৩.০০ লক্ষটাকা। ব্যয় ঃ- ৯০.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৬০০ একর রাবার বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। রাবার চারা বৃদ্ধির জন্য ৬০০০ কেজি ইউরিয়া, ৪০০০ কেজি টিএসপি, ২৩০০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ১৪টি প্রকল্প গ্রামে পানীয়জল সরবরাহের জন্য ১৪টি অগভীর এবং মাটিরাঙ্গা রাবার ফ্যাক্টরীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় মাটিরাঙ্গা উপজেলা ওয়াছু ১নং প্রকল্প গ্রামে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ কর্মসূচীর মাধ্যমে পুর্নবাসন প্রকল্প-২য় পর্যায়

• **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২। কমলা ও মিশ্র ফলের বাগান সৃজনের মাধ্যমে ১২৫০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা।

৩। প্রচলিত জুম চাষের বিকল্প হিসেবে পাহাড়ী ভূমিতে স্থায়ী ফল বাগান সৃজন করা।

• **প্রকল্পের মেয়াদকাল:**

ক) মূল: ২০০৮, জুলাই - জুন, ২০১৬ খ্রি.

খ) সংশোধিত: জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০২২ খ্রি.

• **প্রকল্প এলাকা:** খাগড়াছড়ি,রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

• **প্রাক্কলিত ব্যয়:** মূল-৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা, সংশোধিত-৯৫০.১৪ লক্ষ টাকা।

• **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** বরাদ্দ- ৬০.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়: ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা, অব্যয়িত: ১.৫০ লক্ষ টাকা।

• **প্রকল্প এলাকা:** জেলা- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। উপজেলা- ২৬টি।

• **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অর্জিত ফলাফল:**

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্ধ ছিল ৬০.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত ৬০.০০ লক্ষ টাকা মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলা ৬০ পরিবার ও লংগদু ২০ পরিবার মোট ৮০ পরিবারের মাঝে বিভিন্ন উন্নতমানের চারা-কলম প্রয়োজনমত সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ও ১ দিনের উদ্যান উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে প্রকল্পের তিন পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার বেশ কিছু কৃষকের বাগানে মিশ্র ফল গাছের বাগানে ফলন এসেছে। উল্লেখিত ফলনসমূহ বিক্রি করে কৃষকরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছেন। এই প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর প্রথম কৃষি প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার অনেক প্রান্তিক ও দারিদ্র কৃষক বাগান সৃজন মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং এই প্রকল্পের কৃষকদের সাফল্য দেখে বিভিন্ন এলাকার লোকজন মিশ্র ফল বাগান সৃজনের আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের মূলকার্যক্রম:**

১। ৩০০ জন বেকার যুবক-মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

২। বাছাইকৃত ১০০ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩। বাছাইকৃত ১০০ জনকে আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** (ক) শুরুর তারিখ: জুলাই, ২০১৭ খ্রি.; (খ) সমাপ্তির তারিখ: জুন, ২০২০ খ্রি

- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট: ১৮২.০০; জিওবি: ১৮২.০০।

- **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	তিন পার্বত্য জেলা	তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা

- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

এ প্রকল্পের কার্যক্রম গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শুরু হয় এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। গত তিন বছরে এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি ব্যাচে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মোট ৫০০ জনকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ জনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ, বাছাইকৃত ১০০ জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং বাছাইকৃত ১০০ জনকে আউটসোর্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষিত বেকার যুবদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ, কার্যকর ও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এরই মধ্যে ১৪৪ জন বেকার যুব উদ্যোক্তা ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। তার মধ্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ০৯ জন উদ্যোক্তা, ৫টি যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করছে ১৭ জন, গ্রাফিক্স ডিজাইন আউটসোর্সিং করছে ২৯ জন, এ্যানিমেটর হিসেবে আউটসোর্সিং করছে ৩২ জন, অডিও এবং ভিডিও সম্পাদনায় আউটসোর্সিং করছে ০৯ জন, ওয়েবসাইট ডিজাইনিং আউটসোর্সিং করছে ১৫ জন, ইন্টারএ্যাকটিভ শিক্ষামূলক কনটেন্ট ডিজাইন ও ডেভেলপ করছে ৩৩ জন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরো অনেক বেকার যুব চাকুরি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে বিবেচনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরপরই বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের এ হার খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক ও বেকারত্ব বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি ল্যাবে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের একাংশ।

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-লামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে চিনি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকায় জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। প্রকল্পটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
- **২০১৭-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়:** ২৮০.০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৮% ।
- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:** ১৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৭০.০০ লক্ষ টাকা।
- **উপকারভোগী সংখ্যা:** প্রায় ৪০০টি পরিবার।
- **প্রকল্পের গুরুত্ব:** বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
- **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%। এ অর্থ বছরে সড়কটির মাটিকাটা সমাপ্ত হয়েছে। ০২টি কালভার্টসহ বিভিন্ন অংশে নির্মাণ প্রতিরোধক কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাটিকাটা= ৬৬৮২.১৮ ঘন মিটার, এইচ.বি.বি সড়ক=১.৭৫ কি.মি., ড্রেন=৪৩৪.৭৮ মিটার, কালভার্ট=২১.০০ মিটার, ব্রীজ=১টির এবাটমেন্ট ও ১টি পিয়ারের পাইলিং এর কাজ সমাপ্ত।

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-লামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে চিনি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ কাজের তদারকি করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল আজিজ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকান্ডের স্থির চিত্র

বাইশারী বাজার চাকপাড়া রাজঘাটা ফাঁড়ি খালের উপর আর.সি.সি. গার্ডার ব্রিজ এর শুভ উদ্বোধন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বোর্ডের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নের গাভীপালন প্রকল্পের উপকারভোগীদের
মাঝে গাভী বিতরণ করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধু শিশুমেলা ও কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী-২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ১০০টি ফানুস উত্তোলন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধু শিশুমেলা ও কিশোর-কিশোরী পুনর্মিলনী-২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া, সদস্য-পরিকল্পনা ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী এবং সদস্য-বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী নারী অ্যাডভেঞ্চারবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার উৎসব-২০২০ এ সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী পুরুষ অ্যাডভেঞ্চারবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে
রাঙ্গামাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

১৫ আগস্ট; ২০১৯ জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে
বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ব্রিজ উদ্বোধন করছেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ
উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের রাস্তার একাংশ।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে
গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক নির্মিত ব্রীজের একাংশ।

বাঁশভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ
পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফলচাষ প্রকল্পের
উপকারভোগী কৃষকদের বাগান পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

খাগড়াছড়ি সদরস্থ ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা শ্রী বরেন ত্রিপুরা ছাত্রাবাস এর ভিত্তি স্থাপন
করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত
রাঙ্গামাটির বি.এম ইনস্টিটিউট ভবন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত
লংগদু উপজেলাধীন মাইনীমুখ-গাঁথাছড়া সংযোগ ব্রিজ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কতৃক
রাঙ্গামাটি জেলার প্রাইমারী টিচার্স ইনস্টিটিউটে শহীদ মিনার নির্মাণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা সদর পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের রাস্তার পরিদর্শন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রুমা উপজেলার রুমা সদর ইউনিয়নের রুমা সড়ক হতে ডলুঝিড়ি যাওয়ার রাস্তায় ডলুঝিড়ি ছড়ার উপর আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেসবাহুল ইসলাম।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলীক্ষ্যং ইউনিয়নের কচ্ছপতলী সড়কের লাপাইগয় পাড়া হতে সাধু হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত ০১টি আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজসহ নির্মিত রাস্তার একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন গোলাচিপা ব্রিজ নির্মাণ।

খাগড়াছড়ি সদরে নির্মিত বিয়াম স্কুল নির্মাণ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (যুগ্ম-সচিব)।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক
নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান।

খাগড়াছড়িসদর উপজেলার গোলাবাড়ি-১নং প্রকল্প গ্রামে স্থাপিত
স্যালো-টিউবওয়েল পরিদর্শন করেন সদস্য-প্রশাসন জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে
উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক
অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের রাস্তার একাংশ।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা বড়ইতলী স্কুল দ্বিতলকরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক বিভিন্ন জাতের মসলা চারা সংগ্রহ করছেন।

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-লামা সড়কের টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফুলতলী বাজার হয়ে চিনি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল আজিজ।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক নির্মিত রাস্তার একাংশ।

মানিকছড়ি উপজেলাধীন তিনটহরী ইউনিয়নের বড় বিল এলাকায় কৃষি জমি চাষাবাদের জন্য ড্রেন নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাল প্রকল্পের
বাগান পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বলিবাজার এলাকায় সোনাখালী খালের উপর
আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ (৮০.০০ মিটার) নির্মাণ কাজের পিয়ারের পাইলকাস্টিং
কাজ পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুলআজিজ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রকল্পে নিয়োজিত পাড়াকর্মী
পাড়াকেন্দ্রে অভিভাবক এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাতধোয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের একাংশ।

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বটতলী হতে
উগলছড়ি রাস্তার পার্শ্ববর্তী সেচ ড্রেন নির্মাণ।

লামা লাইঝিড়ি কারবারী ঝিড়ি হতে লাইঝিড়ি ফকিরপাড়া রোয়াজা পাড়া
পর্যন্ত এলাকায়জি .এফ.এস. এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকরণ কাজ
পরিদর্শন করেন বোর্ডের সদস্য বাস্তবায়ন জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd